ঈশ্বরো জয়তি।

কবিবর ৺ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের

জীবন বৃত্তান্ত

সংবাদ প্রভাকর সম্পাদক

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও বিরচিত হইয়া

কলিকাতা

প্রভাকর যন্ত্রে মুদ্রিত হইল।

১ আষাঢ় ১২৬২ সাল।

এই গ্রন্থের মূল্য ১ এক টাকামাত্র।

১৮৫৫

ভূমিকা

বঙ্গভাষাভূষিত প্রাচীন পদ্যপুঞ্জ এবং তত্তৎ প্ররচক পুরাতন কবি কদম্বের জীবনচরিত সংগ্রহ পূর্ব্বক সাধারণের সুগোচর করণার্থ আমি প্রায় দশ বৎসর পর্য্যন্ত প্রতিজ্ঞাপথের পথিক হইয়া প্রতি নিয়তই উৎসাহরথের চালনা করিতেছি, এই বিষয়ের নিমিত্ত ধন, মন, জীবন পর্য্যন্ত পণ করিয়াছি,—সাংসারিক সমুদয় সুখ হইতে প্রায় বঞ্চিত হইয়াছি। নিয়তই আহার নিদ্রা ও আর আর কার্য্যের নিয়ম লঙ্ঘন করিতেছি। স্থলপথে ও জলপথে ভ্রমণ পূর্ব্বক নানাস্থানি হইয়া নানা লোকের উপাসনা করিতেছি। স্থানবিশেষে গমন পূর্ব্বক প্রার্থিত পদের ব্যাপারে কৃতকার্য্য হইতে পারিলে তৎপ্রতি নেত্র নিক্ষেপ করিতে করিতে এমত বিবেচনা করিতেছি, যেন এই পদ দ্বারা অদ্য ইন্দ্রপদ প্রাপ্ত হইলাম, কি শিবপদ প্রাপ্ত হইলাম, কি ব্রহ্মপদই প্রাপ্ত হইলাম। তৎকালে পূর্ব্বকার সকল দুঃখ এককালেই দূর হইয়া যায়, সমুদয় উদ্যোগ, সমুদয় যত্ন এবং সমুদয় শ্রম সফল জ্ঞান করিয়া আনন্দসাগরে ভাসমান হইতে থাকি। অপিচ সম্যক্ প্রকার চেষ্টা দ্বারা তাহা সংগ্রহ করিতে না পারিলে জগদীশ্বর স্মরণ পূর্ব্বক শুদ্ধ আক্ষেপ করিয়াই অন্তঃকরণকে প্রবোধ প্রদান করি। অধুনা এই বিষয়ে আমার মনের অবস্থা যেরূপ হইয়াছে তাহা কেবল সর্ব্বান্তর্যামী জগদীশ্বর জানিতেছেন। এই জগতের অপর কোন আমোদেই আমোদ বোধ হয় না, অপর কোন কর্ম্মেই প্রবৃত্তি জন্মে না, কিছুতেই মন স্থির হয় না, অনবরত মনে মনে শুদ্ধ পুরাতন কবি-

তার ভাবনাই করিতেছি। মনের মত একটী কবিতা প্রাপ্ত হইলে আর আহ্লাদের পরিসীমা থাকে না, তখন বোধ হয়, যেন এই ব্রহ্মানন্দ সাক্ষাৎকার হইল।

দশ বৎসর পর্য্যন্ত সঙ্কল্প করিয়া ক্রমশঃ অনুষ্ঠান করিতে করিতে প্রায় দেড় বৎসর গত হইল আমি এই কার্য্যের দৃষ্টান্তদর্শক হইয়াছি, অর্থাৎ সর্ব্বাগ্রেই অদ্বিতীয় মহাকবি কবিরঞ্জন ৺ রামপ্রসাদ সেনের "জীবন বৃত্তান্ত" এবং তাঁহার প্রণীত "কালীকীর্ত্তন" ও কৃষ্ণকীর্ত্তনাভিধান-ভক্তি রসপ্রধান-মধুর গান এবং অবস্থাভেদের শান্তি, করুণা, হাস্য, ভয়ানক, অদ্ভুত ও বীর প্রভৃতি কতিপয় রস ঘটিত পদাবলী ১২৬০ সালের পৌষ মাসের প্রথম দিবসীয় প্রভাকরে প্রকটন করিয়াছি, তৎপাঠে সকলেই মুগ্ধ হইয়াছেন।

অনন্তর ৺ রামনিধি সেন অর্থাৎ "নিধুবাবু" ৺ হরু ঠাকুর। ৺ রাম বসু। ৺ নিতাইদাস বৈরাগী। ৺ লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাস। ৺ রাসু ও নৃসিংহ এবং আর আর কয়েকজন মৃত কবির জীবন চরিত ও কবিতা কলাপ এক এক মাসের প্রথম দিনের পত্রে শ্রেণীবদ্ধরূপে প্রকাশ করিয়াছি, সেই সমস্ত বিষয় পাঠক মাত্রেরি পক্ষে সম্যক্ প্রকারে সন্তোষকর হইয়াছে। কিন্তু এপর্য্যন্ত স্বতন্ত্ররূপে তাহার কোন বিষয়টাই পুস্তকাকারে মুদ্রিত করা হয় নাই, কেবল সংবাদপত্রে পত্রস্থ করিয়াই রাখিয়াছি, অবিলম্বে মূল্য নির্দ্দিষ্ট পূর্ব্বক পুস্তক প্রকাশ করিয়া সর্ব্বত্র প্রচার করিব এমত মানস করিয়াছি, ফলে মনোময় পরম পুরুষের মনে কি আছে বলিতে পারি না। কোনরূপ দৈবঘটনা দ্বারা ভবিষ্যতে আর কোন ব্যাঘাত না জন্মিলে উৎসাহের কুৎসা নিবারণ পূর্ব্বক অভিপ্রেত বিষয় সুসিদ্ধ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারিব, নচেৎ এই পর্য্যন্তই শেষ করিতে হইল।

ইহাতে এতদ্রূপ আশঙ্কা করণের কারণ এই যে এই উদ্যোগের সঙ্গে সঙ্গেই দুর্যোগের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে। অনুষ্ঠান করণ মাত্র গাত্র পাত্র অমনি বিষম ব্যাধির আধার হইয়াছে, অতিশয় দুর্ব্বল ও উত্থান-শক্তি রহিত হইয়া দুই মাস কাল শয্যা সার পূর্ব্বক

অপর কয়েক মাস নৌকাযোগে কেবল জলে জলে বহু স্থলে ভ্রমণ করিলাম, অথচ অদ্যাপি সুস্থ হইয়া পূর্ব্ববৎ সবলাবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারি নাই, এই ঘোরতর ভয়ঙ্কর সময়েও ক্ষণকালের নিমিত্ত কবিতা সংগ্রহের অনুষ্ঠান হইতে বিরত হই নাই; রোগের ভোগের যাতনায় জড়িত হইয়া সময়ে সময়ে প্রাণের প্রত্যাশা পরিহার করিয়াছি, তথাচ এ প্রত্যাশা পরিত্যাগ করি নাই। সুপ্তির যথার্থ রূপ তৃপ্তি ভোগ প্রায় রহিত হইয়াছিল, অথচ স্বপ্নে স্বপ্নে এমত অনুমান হইয়াছে, যেন আমি আপনার অভিপ্রায়ানুযায়ি কার্য্য সাধন করিতেছি।

আমি সজীব থাকিয়া এই গুরুতর ব্যাপার সহজে সম্পন্ন করিতে পারি এমত সম্ভাবনা দেখিতে পাই না, কেননা একে ধনাভাব, তাহাতে আবার দৈহিক বলের হ্রাস হইয়া ক্রমে মৃত্যুর দিন নিকট হইয়া আসিতেছে। যদি মনের মত ধন থাকিত তবে কখনই এতাদৃশ খেদ করিতে হইত না, অর্থ ব্যয় দ্বারা অনেকাংশেই অভিলাষ পরিপূর্ণ করিতে পারিতাম। যাহা হউক, আমরা এ পর্য্যন্ত সাধ্যের অতীত অনেক ব্যয় করিয়াছি ও করিতেছি এবং ইহার পর যত দূর সাধ্য তত দূর করিব, কোনমতেই ত্রুটি করিব না, ইহার নিমিত্ত যখন মহারত্ন পরমায়ুঃপর্য্যন্ত প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তখন সামান্য ধনে অধিক কি স্নেহ জন্মিতে পারে।

এতদ্দেশীয় পূর্ব্বতন কবিদিগের জীবনবৃত্তান্ত পূর্ব্বে কেহ লিখিয়া রাখেন নাই, এবং সেই সেই কবি মহাশয়েরাও আপনাপন বিরচিত প্রবন্ধ প্রকরণ প্রকটন পুরঃসর তন্মধ্যে স্ব স্ব পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়া মানবলীলা সম্বরণ করেন নাই, সুতরাং এইক্ষণে তৎসমুদয় প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বলোকের সুগোচর করা যদ্রূপ কঠিন ব্যাপার হইয়াছে তাহা বিজ্ঞজনেরাই বিবেচনা করুন। আমি এক প্রকার সর্ব্বত্যাগী হইয়া শুদ্ধ এই বিষয়েই প্রবৃত্ত হইয়াছি, ইহাতে আমার অবস্থা যদ্রূপ হইয়াছে তাহা আমিই জানিতেছি, এবং যিনি সর্ব্বসাক্ষী তিনিই জানিতেছেন। আশা ও সাহসের আশ্রয় লইয়া

অনুরাগ সহযোগে চেষ্টা এবং যত্ন না করিয়া যদিস্যাৎ আর পাঁচ বৎসর আলস্যের ক্রীতদাস হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় বৃথা কালযাপন করিতাম, তবে এই দেশে ঐ সমস্ত কবিদিগের কবিতা ও সর্ব্ব বিষয়ের পরিচয়াদি প্রকাশ হওয়া দূরে থাকুক, তাঁহারদিগের নাম পর্য্যন্ত একেবারে লোপ হইয়া যাইত, যুবকেরা ইহার কিছুই জানিতে পারিতেন না। এই স্থলে ১০০ এক শত বৎসরের পূর্ব্বকার কথা উল্লেখ করণের প্রয়োজন করে না। ৩০। ৪০ বৎসরের মধ্যে যেরূপ নানা প্রকার চমৎকার চমৎকার বাঙ্গালা কবিতার ও গীতাদি রচনার ব্যাপার হইয়া গিয়াছে, বাক্য দ্বারা তাহার ব্যাখ্যা হইতে পারে না।

এতৎ কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে কোন কোন ধনি সম্ভবমত সাহায্য করণে অঙ্গীকৃত হইয়াছিলেন, কিন্তু অধুনা সেই সেই ধনির সেই সেই ধ্বনি শরৎকালের মেঘধ্বনির ন্যায় সমুদয় মিথ্যা হইল। যদি ধনাঢ্য মহাশয়েরা ধনের আনুকূল্য এবং কাব্যপ্রিয় উৎসুক মহোদয়েরা সংগ্রহের নিমিত্ত মনের ও শ্রমের আনুকূল্য করেন, তবে এই গুরু ভারকে এত ভার বোধ করিতে হয় না, এই গুরু ভার সহজেই লঘু হইয়া আইসে।—যাহাতে দশের সংযোগ তাহাতেই যশের সংযোগ, ইহাতে সংশয় কি ? কিন্তু এ পক্ষে কোনমতেই আর বিলম্ব বিধেয় নহে, কারণ প্রায় সমুদয় প্রাচীনলোক ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন, এইক্ষণেও যে দুই এক ব্যক্তি জীবিত আছেন, তাঁহারাই অভ্যাস করিয়া রাখিয়াছেন, ইহার পর সেই সকল লোকের অভাব হইলেই সমুদয় অভাব হইয়া পড়িবে। তখন কুবেরের ভাণ্ডার মুক্ত করিয়া বিতরণ করিলেও কৃতকার্য্য হইতে পারিব না। যদিও সংপূর্ণরূপে সমস্ত সঙ্কলন করা সম্ভব নহে, তথাচ যে পর্য্যন্ত হইয়া উঠে তাহাই উত্তম, যখন সর্ব্বস্বই লোপ হইবার লক্ষণ হইয়াছে, সুতরাং তখন যৎকিঞ্চিৎ যাহা হস্তগত হয় তাহাই সৌভাগ্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবেক, উত্তমের অল্পাংশই অধিক। দুগ্ধ ও ক্ষীরের বিন্দুমাত্র ভোজন করিলেই রসনার তৃপ্তি জন্মে।

তিমিরময় কুটীর মধ্যে আলোকের কিঞ্চিন্মাত্র আভাকেই যথেষ্ট বলিয়া গ্রাহ্য করিতে হইবে।

কেহ যেন এমত বিবেচনা করেন না যে আমরা কেবল উপকারের কামনায় এই শুভসূত্রের সঞ্চার করিতেছি, ইহাতে আমারদিগের মনে অর্থের আশা কিছুমাত্রই নাই, শুদ্ধ এই মাত্র অভিলাষ করিতেছি যে; এই অভিপ্রায়ানুসারে অপ্রকটিত পদ্যপুঞ্জ প্রকটিত হইলে পূর্ব্বতন মৃত কাব্যকর্ত্তারা আপনাপন কীর্ত্তি সহিত পৃথ্বী সমাজে পুনর্ব্বার সজীব হইবেন। দেশের উচ্চ সম্মান রক্ষা পাইয়া গৌরবপুষ্পের সৌরভ সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইবে। আধুনিক অহঙ্কারি অনিপুণ কবিদিগের গর্ব্ব পর্ব্বত চূড়া সহিত অধোভাগে পতিত হইবেক, এবং যাঁহারা কবিতা প্ররচনাপথে প্রবেশ করিয়া চরণ চালনা করিতেছেন, তাঁহারা চরণ চালনার পক্ষে বিশেষ সদুপায় প্রাপ্ত হইবেন। অনায়াসেই পদ লাভের পদ পাইবেন।

যে সকল নব্য সভ্য সম্প্রদায় বাঙ্গালা কাব্যের মর্ম্মজ্ঞ নহেন, সংপ্রতি প্রীতিচিত্তে অনুরোধ করি, আমরা যে সকল প্রাচীন কবিতা পত্রস্থ করিয়াছি ও করিতেছি, তাঁহারা কিঞ্চিৎ অভিনিবেশ পূর্ব্বক তৎপ্রতি নেত্র নিক্ষেপ করিয়া যত্নযোগে স্থিরভাবে ভাব গ্রহণ করিলে অত্যন্ত সুখি হইবেন, এবং অতি সহজেই জানিতে পারিবেন যে বঙ্গভাষার কবি সকল কবিতা দ্বারা কতদূর পর্য্যন্ত ভাবুকতা, রসিকতা ও প্রেমিকতা প্রকাশ করিয়াছেন। ইঁহারা কি বিচিত্র কৌশলে স্বভাবকে স্বভাবে রাখিয়া স্ব স্ব ভাবে মনের ভাব উদ্দীপন করিয়াছেন! শব্দের কি লালিত্য! মধুরত্ব! ভাবের কি মাধুর্য্য! সৌন্দর্য্য! রসের কি তাৎপর্য্য! আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য! কোন পক্ষেই অপ্রাচুর্য্য দেখিতে পাই না। আমরা যৎকালে সময় বিশেষে রস বিশেষের পদ্য প্রবন্ধ পাঠ করি, তৎকালে যেন এমত প্রত্যক্ষ হয়, যে, সেই সকল রসসমুদ্র প্লাবিত হইয়া লহরী লীলা দ্বারা তরঙ্গ রঙ্গ বিস্তার করিতেছে। বিশেষতঃ নায়ক নায়িকা উক্তিভেদের দুই একটী বিষয় পাঠ করিয়া দেখিলে এখনি বোধ হইবে যেন স্ত্রী,

পুরুষ অথবা সহচরীগণ পরস্পর একত্র হইয়া আমারদিগের সাক্ষাতেই নানা ভাবে নানা ভঙ্গিমায় নানা কৌশলে নানা রসে কথোপকথন করিতেছেন, কিছুই অসাক্ষাৎকার বোধ হইবে না।

পূর্ব্বে কয়েকজন কবির জীবনবৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া গত মাসের প্রথম দিবসের প্রভাকরে বিশ্ব বিখ্যাত মহাকবি ৺ ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের জীবনচরিত উদিত করিয়াছি, এবং অদ্য সেই বিষয় স্বতন্ত্ররূপে উদ্ধৃত করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করিলাম। এতন্মধ্যে উক্ত মহাশয়ের প্রণীত অনেকগুলীন অপ্রকাশিত উৎকৃষ্ট পদ প্রকটিত হইয়াছে,—সেই সকল কবিতা এপর্য্যন্ত কাহারো নেত্র কর্ণের গোচর হয় নাই, তাহার মধ্যে সংস্কৃত, বাঙ্গালা, হিন্দি ও পারস্য ভাষার চমৎকার চমৎকার কবিতা আছে, যিনি অভিনিবেশ পূর্ব্বক তৎপ্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিবেন, তিনিই আশ্চর্য্যে অভিভূত হইবেন, তিনিই ভারতচন্দ্রের অসাধারণ ক্ষমতা ও পাণ্ডিত্য বিষয়ের প্রচুর প্রতিষ্ঠা করিতে থাকিবেন। অপিচ আমরা এই গ্রন্থে অন্নদামঙ্গল ও বিদ্যাসুন্দরের কয়েকটী কঠিনতর ভাব-ভূষিত গূঢ়ার্থ-ঘটিত কবিতা টীকা সহিত প্রকটন করিয়াছি, তাহাতে সকলের মনে সন্তোষের সঞ্চার হইতে পারিবেক। এই পুস্তক বিদ্যালয়ের ছাত্র প্রভৃতি সর্ব্ব সাধারণের পক্ষেই অত্যন্ত হিতকর ও আনন্দকর হইবেক। এই স্থলে লিপি বাহুল্য করণের প্রয়োজন করে না, কিঞ্চিৎ বিবেচনা পূর্ব্বক পাঠ করিলে ভাবগ্রাহি মহাশয়েরা ভাবতরঙ্গে কখনো ভাসিতে ও কখনো ডুবিতে থাকিবেন।

যদিস্যাৎ সকলে সমাদর পূর্ব্বক এই গ্রন্থ গ্রহণ করেন, তবে আমরা বহুকালের পরিশ্রম ও যত্নের সার্থকতা জ্ঞান করিয়া ক্রমে ক্রমে অভিলষিত বিষয় সুসিদ্ধ করণে উৎসাহি হইব। ভারতচন্দ্রের কৃত অন্নদামঙ্গলের সমুদয় কবিতার টীকা করিয়া প্রকাশ করিব, এবং এই প্রণালীক্রমে কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের কালীকীর্ত্তন, কৃষ্ণকীর্ত্তন, বিদ্যাসুন্দর এবং অবস্থাভেদের সমস্ত পদ টীকা সম্বলিত পুস্তকাকারে প্রকটন করিব। অপিচ কবিকঙ্কণের চণ্ডী মধ্যে যে সকল

প্রবন্ধ অতিশয় কঠিন, তাহারো ভাবার্থ ব্যাখ্যা করিব, এবং অপ-রাপর প্রাচীন কবিদিগের ভিন্ন ভিন্ন ভাব ভেদের পদাবলীর ভিন্ন ভিন্ন রূপ স্বরূপার্থ সাধ্যমতে বর্ণনা করত সর্ব্ব লোকের সুবিদিত করিতে কখনই ক্রুটি করিব না। এইক্ষণে গত কালের কথাই নাই, জীবনের অবশিষ্টকাল যাহা এপর্য্যন্ত বক্রী আছে তাহা শুদ্ধ এই কার্য্যেই যাপন করিব।

যদিও আমারদিগের এই সঙ্কল্প উচ্চ তরু-ফল-গ্রহণেচ্ছু বাম-নের ন্যায় হাস্যজনক হইতেছে, অর্থাৎ এই নরলোকে বাস করিয়া পরলোকে গমন করিতে না হয়। আর ব্রহ্মার ন্যায় পরমায়ুঃ, কুবেরের ন্যায় ধন, কর্ণের ন্যায় দানশক্তি, বৃহস্পতির ন্যায় বিদ্যা বুদ্ধি, ব্যাসের ন্যায় লিপিশক্তি এবং ভীমের ন্যায় বল, এই কয়েক-টীর একত্র সংযোগ হয়, তবে একদিন প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য কি না তাহাতেও সন্দেহ করিতে হয়। যাহা হউক, সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান কদাচ নিন্দনীয় নহে; সর্ব্বতোভাবে সম্পন্ন না হয়, কি করিব, পরমেশ্বর স্মরণ পূর্ব্বক সাধ্যমত চেষ্টার অন্যথা করিব না। ভাবি ভাবনা ভাবনা করিয়া ক্ষান্ত থাকা কর্ত্তব্য হয় না, ইহাতে আমার-দিগের ভাগ্যক্রমে বাঞ্ছাফলপ্রদ পরম কারুণিক পরমেশ্বর যাহা করিবেন তাহাই হইবেক।

এই বিষয় সংগ্রহ করণার্থ আমরা বহু ব্যয় স্বীকার পূর্ব্বক বহু স্থান ভ্রমণ ও বহু লোকের উপাসনা করত বহুবিধ ক্লেশ গ্রহণ করি-য়াছি, বহুকালের পর বহু পরিশ্রমে অদ্য অভিলষিত ফল সুসিদ্ধ করিলাম। যদিও এই পুস্তক অধিক পৃষ্ঠায় পরিপুরিত হয় নাই, কিন্তু ভূমিকা এবং কবিতা সকল অতি ক্ষুদ্রাক্ষরে মুদ্রিত হওয়াতে বিষয়ের স্বল্পতা কিছুই দেখিতে পাইবেন না, বড় অক্ষরে ক্ষুদ্র শরীরে প্রকাশ করিলে ইহার দ্বিগুণ অপেক্ষা বরং অধিক হইত। সুতরাং ১ এক টাকা মূল্য নির্দ্ধারিত না করিলে কোনক্রমেই আমার-দিগের গুরুতর পরিশ্রম, যত্ন, চেষ্টা এবং ব্যয়ের সফলতা হইতে পারে না। বোধ করি কাব্যানুরাগি গুণগ্রাহি মহাশয়েরা গুণাকর

ভারতের "জীবন বৃত্তান্ত" ও পদ্য সমুদয় অমূল্য রত্ন তুল্য বিবেচনা করিয়া এই মূল্যের প্রতি কোন প্রকার আপত্তি উপস্থিত করিবেন না, সকলেই অতি সমাদর পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া অস্মদাদির উৎসাহ পথের কণ্টক নিবারণ করিবেন।

ইহার পূর্ব্বে কোন মহাশয় এতদ্দেশীয় কোন কবির জীবন-চরিত্র প্রকাশ করেন নাই, এবং এতৎ প্রকাশের কি ফল তাহাও কেহ জ্ঞাত হয়েন নাই,—আমরা প্রথমেই ইহার পথপ্রদর্শক হই-লাম। এতৎপাঠে বিশেষ উপকার বিবেচনা করিয়া যদি সকলে গ্রাহকতা ব্যাপারে উপযুক্তরূপ প্রযত্ন প্রকাশ করেন, তবে আমরা অশেষানন্দ লাভ করিয়া ক্রমে ক্রমে এই নিয়মে এক এক কবির বিষ-য়ে এক এক গ্রন্থ প্রকাশ করিব, তদ্দ্বারা দেশের যে কত প্রকার উপকার হইবে তাহা বাক্যযোগে ব্যক্ত হইবার নহে।

এই পুস্তক যাঁহার প্রয়োজন হইবে তিনি আমারদিগের এই প্রভাকর যন্ত্রালয়ে, তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয়ে, হুগলী কালে-জের ছাত্র বাবু নবকৃষ্ণ রায়ের নিকট অথবা পটলডাঙ্গার চিপ-লাইব্রেরিতে স্বয়ং যাইলে কিম্বা মূল্য সহিত লোক পাঠাইলে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন ইত্যলং বিস্তরেণ।

কলিকাতা।
১ আষাঢ় ১২৬২।
প্রভাকর যন্ত্রালয়।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।
সংবাদ প্রভাকর সম্পাদক।

সংশোধিতা মপিময়া বহুলপ্রয়াসৈ
র্বাক্যাবলীং পুনরিমাং প্রতি শোধয়ন্তু।
সন্তঃ সুশান্ত নয়নান্তনিরীক্ষণেন কৃত্বা
কৃপামিহ ময়ীশ্বরচন্দ্র গুপ্তে ॥

কবিবর ৺ ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের

জীবন বৃত্তান্ত

কবিবর ৺ ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের জীবন-বৃত্তান্ত জানিবার নিমিত্ত বিদ্যোৎসাহি মনুষ্য মাত্রেই বিষমতর ব্যগ্র হইয়া থাকেন, কারণ ইনি সর্ব্বাংশেই প্রধান ছিলেন; ইঁহার পাণ্ডিত্য ও কবিত্ব বিষয়ের গুণের ব্যাখ্যা করিয়া শেষ করিতে পারা যায় না। বঙ্গভাষার কবিতা পাঠে এই মহাশয়কে অদ্বিতীয় কবি বলিয়াই মান্য করিতে হইবে। ভারতের বিরচিত কাব্য এপর্য্যন্ত পুরাতন হইল না, চিরকাল নূতন রহিল,—সকল সময়েই নূতন বোধ হয়, প্রত্যেক্ বিষয়েই মনকে মোহিত করে। কোকিল বসন্ত আগমনে—মধুকর প্রফুল্ল পঙ্কজ মধু পানে—চাতক নবনীল নীরদ নির্গত নীর পানে—চকোর পরিপূর্ণ শরদিন্দু সুধাপানে—ভুজঙ্গ সুশীতল মৃদুল দক্ষিণ সমীরণ সেবনে—সাধ্বী স্ত্রী পতিসুখ সম্ভোগে—রসিকজন রসালাপ আস্বাদনে—এবং দরিদ্র-ব্যক্তি প্রচুর ধন প্রলাভে যে প্রকার সুখানুভব না করে, তাব-

গ্রাহি অনুরত জনেরা ভারতচন্দ্রের প্রণীত রসভেদের কবিতা পাঠে ততোধিক সুখাস্বাদন গ্রহণ করিয়া থাকেন। সুতরাং এমত মহাপুরুষের "জীবনচরিত" অপ্রকাশ থাকাতে অনেকেই ক্ষুব্ধ হইতে পারেন। এ বিষয়ে যত দূর যত্ন করিতে হয়, আমরা তাহার অন্যথা করি নাই, বহু কাল পর্য্যন্ত সংকল্প করিয়া ক্রমশই যথা বিহিত পরিশ্রম এবং অনুসন্ধান করিয়াছি, কত স্থানে ভ্রমণ করিয়া কত লোকের নিকট কত প্রকারে কাতরতা প্রকাশ করিয়াছি।—অধুনা দশ বৎসরের পর বাঞ্ছিত বিষয়ে এক প্রকার কৃতকার্য্য হইলাম, জগদীশ্বর অনুকূল হইয়া বুঝি এতদিনের পর আমারদিগের মনোরথ পরিপূর্ণ করিলেন। এই মহাত্মা যে যে সময়ে যে যে স্থানে যে যে ভাবে "জীবনযাত্রা" নির্ব্বাহ করিয়াছেন, আমরা তদ্বিশেষ সংগ্রহ করত মহানন্দে প্রকটন করিতেছি, সকলে দৃষ্টি বৃষ্টির সৃষ্টি করিয়া মানস-ক্ষেত্রে তুষ্টির বীজ বপন করুন।

৺ নরেন্দ্রনারায়ণ রায় মহাশয় জিলা বর্দ্ধমানের অন্তঃপাতি 'ভুরসুট" পরগণার মধ্যস্থিত "পেঁড়ো" নামক স্থানে বাস করিতেন। তিনি অতি সুবিখ্যাত সম্ভ্রান্ত ভূম্যধিকারী ছিলেন, সর্ব্ব সাধারণে তাঁহারদিগে সম্মান পূর্ব্বক "রাজা" বলিয়া সম্বোধন করিতেন। ইনি "ভরদ্বাজ গোত্রে" মুখোপাধ্যায় বংশে জন্মগ্রহণ করেন, বিষয় বিভবের প্রাধান্য জন্য "রায়" এবং "রাজা" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইঁহার বাটীর চতুর্দ্দিগে গড়-

বান্দ ছিল, একারণ সেই স্থান "পেঁড়োর গড়" নামে আখ্যাত হইয়াছিল।

নরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের চারি পুত্র, জ্যেষ্ঠ "চতুর্ভুজ রায়" মধ্যম "অর্জ্জুন রায়" তৃতীয় "দয়ারাম রায়" এবং সর্ব্ব কনিষ্ঠ "ভারতচন্দ্র রায়"। এই বিশ্ব বিখ্যাত ভারত চন্দ্র রায় গুণাকর মহাশয় ১৬৩৪ শকে শুভক্ষণে অবনী মণ্ডলে অবতীর্ণ হয়েন।

এমত জনরব, যে, অধিকারভুক্ত ভুমি সংক্রান্ত সীমা সম্বন্ধীয় কোন এক বিবাদ সূত্রে নরেন্দ্রনারায়ণ রায় বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্র রায় বাহাদুরের জননী শ্রীমতী মহারাণী বিষ্ণুকুমারীকে কটুবাক্য প্রয়োগ করেন, ঐ সময়ে মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্র অতিশয় শিশু ছিলেন, তাঁহার মাতা মহারাণী সেই দুর্ব্বাক্য শ্রবণে অত্যন্ত কোপান্বিতা হইয়া "আলমচন্দ্র" ও "ক্ষেমচন্দ্র" নামক আপনার দুইজন রাজপুত সেনাপতিকে কহিলেন "হয় তোমরা এই ক্রোড়স্থ দুগ্ধপোষ্য শিশুটিকে এখনি বিনাশ কর, নয়, এই রাত্রির মধ্যেই "ভুরসুট" অধিকার করিয়া আমার হস্তে প্রদান কর, ইহা না হইলে আমি কোনমতেই জল গ্রহণ করিব না, প্রাণ পরিত্যাগ করিব" এই আজ্ঞা শিরোধার্য্য করত উক্ত সেনাপতিদ্বয় দশ সহস্র সৈন্য লইয়া সেই রজনীতেই "ভবানীপুরের গড়" এবং "পেঁড়োর গড়" বল দ্বারা অধিকার করিয়া লইল। পর দিবস প্রাতে রাণী বিষ্ণুকুমারী পেঁড়োর গড়ে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, ভুপতি নরেন্দ্র রায় ও তাঁহার পুত্রগণ

এবং কর্ম্মচারি পুরুষ মাত্রে কেহই নাই, সকলেই পলা-য়ন করিয়াছেন, কেবল কতকগুলীন স্ত্রীলোকমাত্র অতি-শয় ভীতা ও কাতরা হইয়া হা! হা! শব্দে রোদন করি-তেছেন।—মহারাণী সেই কুলাঙ্গনাগণকে অভয় বাক্যে প্রবোধ দিয়া সান্ত্বনা করত কহিলেন “ তোমারদিগের কোন ভয় নাই, স্থির হও, স্থির হও, কল্য একাদশী গিয়াছে, আমি উপবাস করিয়া রহিয়াছি, আমাকে শালগ্রামের চরণামৃত আনিয়া দেহ, তবে আমি জল গ্রহণ করিতে পারি” এই বাক্যে পূজক ব্রাহ্মণ তৎ-ক্ষণাৎ অমনি তাঁহার সম্মুখে “লক্ষ্মীনারায়ণ শিলা” আনয়ন পূর্ব্বক স্নান করাইয়া চরণামৃত প্রদান করি-লেন, রাণী অগ্রে তাহা গ্রহণ করিয়া পরে জলপান করিলেন। অনন্তর শালগ্রাম এবং অন্যান্য ঠাকুরের সেবার নিমিত্ত কিয়দংশ ভূমি দান করিলেন, আর ভবা-নীপুরের কালীর ভোগ-রাগের জন্য প্রতিদিন এক টাকা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন, কিন্তু যে সকল অর্থ ও দ্রব্যাদি লইয়াছিলেন তাহার কিছুই পরিত্যাগ করি-লেন না, শুদ্ধ গড়, গৃহ, পুষ্করিণী ও উদ্যানাদি পুনঃ প্রদান পূর্ব্বক বর্দ্ধমানে পুনর্গমন করিলেন।

এতদ্ঘটনায় নরেন্দ্র রায় এককালেই নিঃস্ব হইলেন, সর্ব্বস্বই গেল, কোনরূপে কায়ক্লেশে দিনপাত করিতে লাগিলেন।—এই সময়ে কবিবর ভারতচন্দ্র পলায়ন করত মণ্ডলঘাট পরগণার অধীন গাজীপুরের সান্নিধ্য “নওয়াপাড়া” নামক গ্রামে আপনার মাতুলালয়ে

বাস করত ভাজপুর গ্রামে সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ এবং অভিধান পাঠ করিতে লাগিলেন, চতুর্দ্দশ বৎসর বয়ঃক্রম সময়ে এই উভয় গ্রন্থে বিলক্ষণ নৈপুণ্য লাভ করিয়া নিজালয়ে প্রত্যাগত হইয়া ঐ মণ্ডলঘাট পরগণার ভাজপুরের সান্নিধ্য সারদা নামক গ্রামের কেশরকুনি আচার্য্যদিগের একটী কন্যাকে বিবাহ করিলেন, সেই বিবাহের পর তাঁহার অগ্রজ সহোদরেরা অতিশয় ভর্ৎসনা পূর্ব্বক কহিলেন "ভারত! তুমি আমারদের সকলের কনিষ্ঠ হইয়া এমন অনিষ্টকর কার্য্য কেন করিলে? সংস্কৃত পড়াতে কি ফলোদয় হইবে? তোমার এ বিদ্যার গৌরব কে করিবে? শিষ্য নাই, ও যজমান নাই, যে, তাহারদিগের দ্বারা সমাদৃত হইবে ও প্রতিপালিত হইবে" জগদীশ্বরেচ্ছায় এই তিরস্কার তাঁহার পক্ষে পুরস্কার অপেক্ষাও অধিক কল্যাণকর হইল, কারণ তিনি তচ্ছ্রবণে অতিশয় অভিমানী-পরবশ হইয়া জিলা হুগলির অন্তঃপাতি বাঁশবেড়িয়ার পশ্চিম দেবানন্দপুর গ্রাম নিবাসি কায়স্থকুলোদ্ভব মান্যবর ৺ রামচন্দ্র মুন্সী মহাশয়ের ভবনে আগমন পূর্ব্বক পারস্য ভাষা অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন, মুন্সীবাবুরা তাঁহার প্রতি বিশেষ স্নেহ পূর্ব্বক বাসা দিয়া, সিধা দিয়া সুনিয়মে সদুপদেশ করিতে লাগিলেন। এই কালে ভারতচন্দ্র সংস্কৃত ও বঙ্গভাষায় কবিতা রচনা করিতে পারেন, কিন্তু তাহা কাহারো নিকট প্রকাশ করেন না এবং রীতিমত কোন বিষয়েরি বর্ণনা করেন না।—সময় বিশেষে কেবল মনে

মনে তাহার আন্দোলন মাত্র করিয়া থাকেন।—নচেৎ প্রতি নিয়তই শুদ্ধ বিদ্যাভ্যাসে পরিশ্রম করেন, অপর কোন ব্যাপারের আমোদ প্রমোদে কালক্ষয় করেন না। দিবসে একবার মাত্র রন্ধন করিয়া সেই অন্ন দুই বেলা আহার করেন। প্রায় কোন দিবস ব্যঞ্জন পাক করেন নাই। একটা বেগুন পোড়ার অর্দ্ধভাগ এবেলা এবং অর্দ্ধভাগ ও বেলা আহার করিয়া তাহাতেই তৃপ্ত হইয়াছেন।

উক্ত মুন্সি বাবুদিগের বাটীতে একদিবস সত্য নারায়ণের পূজার, সির্ণি, এবং কথা হইবে তাহার সমুদয় অনুষ্ঠান ও আয়োজন হইয়াছে।—কর্ত্তাটি কহিলেন "ভারত, তোমার সংস্কৃত বোধ আছে, বাক্‌পটুতা উত্তম।—অতএব তোমাকেই সত্য নারায়ণের পুঁতি পাঠ করিতে হইবেক,—গুণাকর ইহাতে সম্মত হইলে মুন্সী পুঁতি আনয়নের নিমিত্ত এক জনের প্রতি আদেশ করিলেন, তচ্ছ্রবণে রায় কহিলেন, "মহাশয়!—পুঁতি আনাইবার আবশ্যক করে না।—আমার নিকটেই পুস্তক আছে, পূজা-আরম্ভ হউক, আমি বাসা হইতে পুঁতি আনিয়া এখনি পাঠ করিব।—এই বলিয়া বাসায় গিয়া তদ্দণ্ডেই অতি সরল সাধুভাষায় উৎকৃষ্ট কবিতায় পুঁতি রচিয়া শীঘ্রই সভাস্থ হইয়া সকলের নিকট তাহা পাঠ করিলেন, যাঁহারা সেই কবিতা শ্রবণ করিলেন, তাঁহারা তাবতেই মোহিত হইয়া সাধু সাধু ও ধন্য ধন্য ধ্বনি করিতে লাগিলেন। গ্রন্থের সর্ব্বশেষে ভারতের নামের "ভণিতা" এবং

সবিশেষ পরিচয় বর্ণিত হওয়াতে সকলে আরো অ-
ধিক আশ্চর্য্য জ্ঞান করিলেন।—সকলেই মুক্ত-কণ্ঠে
কহিলেন।—ভারত।—তুমিই সাধু।—সরস্বতী তো-
মার মুখাগ্রে নৃত্য করিতেছেন।—তুমি সামান্য মনুষ্য
নহ।—তোমার অসাধারণ ক্ষমতা ও অলৌকিক সাধ্য
দৃষ্টে আমরা চমৎকৃত হইয়াছি।—

হে পাঠকগণ! দৃষ্টি করুন, আমরা আপনারদিগের
বিদিতার্থে সেই রচনা অবিকল নিম্নভাগে প্রকাশ করি-
লাম।

যথা।

ত্রিপদী।

"গণেশাদি রূপ ধর, বন্দ প্রভু স্মরহর, ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষদাতা।
কলিযুগে অবতরী, সত্যপীর নাম ধরি, প্রণমহ বিধির বিধাতা॥
দ্বিজ,ক্ষত্রি,বৈশ্য, শূদ্র, কলিযুগে ক্রমে ক্ষুদ্র, যবনে করিতে বলবান।
ফকীর শরীর ধরি, হরি হৈলা অবতরি, এক বৃক্ষতলে কৈলা স্থান॥
নমুনাণ্ দাড়ি গোঁপ,গায় কাঁথা,শিরে টোপ,হাতে আসা,কাঁধে ঝোলে ঝুলি
তেজঃপুঞ্জ যেন রবি, মুখে বাক্য পীর নবি, নমাজে দর্গার চুমে ধূলি॥
জাহির কিরূপে হব, কারে বা কিরূপে কব, ভাবেন বৃক্ষের তলে বসি।
ঈশ্বর ইচ্ছায় ক্ষিপ্র, বিষ্ণু নামে এক বিপ্র, সেইখানে উত্তরিল আসি॥
দীন দেখে দ্বিজবরে, সত্যপীর কন তাঁরে, প্রকাশ করিতে অবতার।
যে সত্য জনারগির, সির্ণি বেদে দরপীর*, পুলকে প্রসাদ খাও তার॥
দ্বিজ বলে হরি বিনে, পূজি নাই অন্য জনে, কি বলে ফকির দুরাচারী।
ফকিরের অঙ্গে চায়, অদ্ভুত দেখিতে পায়, শঙ্খচক্র গদা পদ্মধারী॥
সম্মুখে প্রণতি করি, উঠে দেখে নাহি হরি, শূন্যে শুনে সির্ণি ইতিহাস।
ক্ষীর,চিনি,আটা,কলা,পান,গুয়া, পুষ্পমালা, মোকাম পিঠের পরে বাস॥

দ্বিজ আসি নিজালয়, আনি দ্রব্য সমুদয়, নিবেদন কৈল সত্য নামে।
পূজার প্রসাদ গুণে, ধন্য হৈল ত্রিভুবনে, অন্তে গেলা শ্রীনিবাস ধামে॥
দ্বিজ স্থানে ভেদ পেয়ে, সাতজন কাটুরিয়ে, সির্ণি দিয়ে পূজে সত্যপীর।
দুঃখ তিমিরের রবি, সকল বিদায় কবি, অন্তে পেলে অনন্ত শরীর॥
সদানন্দ নামে বেণে, সত্যপীরে সির্ণি মেনে, কন্যা হেতু করিল কামনা।
ঈশ্বর ঈচ্ছায় সার, জন্মিল দুহিতা তার, চন্দ্রমুখী চঞ্চল নয়না॥
কাদম্ব কোদর স্থূলা, কাদম্বিনী সুকোমলা, চন্দ্রমুখী চন্দ্রকলা নাম।
হাসে হেরে যার পানে, ধৈরজ কি তার প্রাণে, কামিনী কামনা করে কাম
কন্যা দেখি রূপযুত, আনিয়া বণিক সুত, বিবাহ দিলেক সদাগর।
দম্পতির মনোমত, কে জানে কৌতুক কত, এক তনু নাগরী নাগর॥
সদাগর মত্ত ধনে, সির্ণি নাহি পড়ে মনে, সজামাতা সাজিল পাটন।
বাজে কাড়া দামা শিঙ্গা, বাতগামি সাত ডিঙ্গা, দুর্গদেশে দিল দরশন॥
সত্যপীর ক্রোধ মন, রাজভাণ্ডারের ধন, সাধুর নৌকায় থরে থরে।
দৈবে দেখে রাজবলে, কোটাল প্রভাতে চলে, লোত্ পেয়ে বাঁধে সদাগরে
মৃত্যু হৈতে আয়ু রাখে, বেড়ি পায় বন্দিথাকে, মেগে খায় লায়ের নফর।
যৌবনে প্রবাসে পতি, কাল নিত্য চাহে রতি, সাধু কন্যা হইল কাঁপর।
ভেদ পেয়ে দ্বিজ স্থানে, সত্যপীরে সির্ণিমানে, চন্দ্রকলা কান্তের কামনা
প্রত্যুষে ফকির রূপ, স্বপনে দেখিয়া ভূপ, ছেড়ে দিলা সাধু দুই জনা॥
সাত গুণ ধনলয়ে, সাধু চলে নৌকা বেয়ে, প্রভু পথে হইলা ফকির।
তথাপি নির্ব্বোধ সাধু, চিনিতে না পারে বিধু, ক্রোধে ধন হৈল সব নীর
বিস্তর করিয়া স্তুতি, পুন পেলে অব্যাহতি, নৌকায় পূরিল গিয়া ধন।
অব্যাহতি পেয়ে তনু, ডিঙ্গা বেয়ে যায় পুনু, নিজদেশে দিল দরশন।
নিজদেশে উত্তরিল, সাধু কন্যা বার্ত্তা পেল, স্বামিরে দেখিতে বেগে ধায়
প্রসাদ সিরুণীহাতে, ফেলে যায় পথে পথে, লাফানে, তা পানে নাহিচায়
সত্যপীর ক্রোধভরে, সাধুর জামাতা মরে, ক্রোন্দন করয়ে চন্দ্রকলা।
ওরে বিধি, হায় হায়!—এ যৌবন বৃথা যায়, যেন রতি কামের অবলা॥

---

* এই বঙ্গভাষা মিশ্রিত পারস্য ভাষা ভূষিত পদের মর্ম্ম মর্ম্মজ্ঞ জনের গ্রহণ করিবেন।

ডুবিয়া মরিব জলে, থাকিব স্বামির কোলে, হেন কালে হৈল দৈববাণী।
সির্ণি ফেলাইয়া আলি, পুন গিয়া খাওতুলি, পাবে পতি না কাঁদিও ধনী
উপদেশ পেয়ে ধেয়ে, সির্ণি কুড়াইয়ে খেয়ে, মৃত পতি বাঁচাইল প্রাণে।
জামাতার মুখ দেখি, সদাগর হৈল সুখী, সিরিণী করিল সাবধানে॥
এ তিন জনার কথা, পাঁচালী প্রবন্ধে গাঁথা, বুদ্ধি রূপ কৈলা নানা জনা
দেবানন্দপুর গ্রাম, দেবের আনন্দ ধাম, হীরারাম রায়ের বাসনা॥
ভারত ব্রাহ্মণ কয়, দয়া কর মহাশয়, নায়কেরে গোষ্ঠির সহিত॥
ব্রত কথা সাঙ্গ হলো, সবে হরি হরি বলো, দোষ ক্ষম যতেক পণ্ডিত॥

এই কবিতা যৎকালে, রচনা করেন তৎকালে ভারতের বয়স পঞ্চদশ বৎসরের অধিক হয় নাই। যদিও এতন্মধ্যে কোন কোন স্থানে মিলের কিঞ্চিৎ দোষ আছে, কিন্তু গুণাকরের এদোষ দোষের মধ্যেই ধর্ত্তব্য হইতে পারে না,—কারণ একে বয়সের স্বল্পতা এবং সময়ের স্বল্পতা, তাহাতে আবার এই রচনা প্রথম রচনা—ইনি সর্ব্বশেষে যে সকল গ্রন্থ বিরচন করেন তাহার তুলনা-প্রায় দেখিতে পাই না।

উল্লেখিত ব্রত কথা ব্যতিরেকে চৌপদীচ্ছন্দে আর একটি কথা, রচনা করেন।—লেখকের লেখার দোষে তাহার স্থানে স্থানে অতিশয় প্রমাদ ঘটিয়াছে। কতক পারস্য, কতক বাঙ্গালা ও কতক সংস্কৃত "সাত নকলে আসল খাস্ত" তাহাই হইয়াছে। কোন কোন পদের চারি পাঁচটা কথাই নাই, সুতরাং অর্থ সংগ্রহ করা অতিশয় কঠিন হইয়াছে।—কি করি, উপায় নাই, আর একখানা হাতের লেখা পাইলে ঐক্য করিয়া দেখা যাইত।—যাহা হউক, বহুকষ্টে যাহা সংগ্রহ করিয়াছি তাহাই নিম্নভাগে প্রক-

টন করিলাম, সকলে অভিনিবেশ পূর্ব্বক অবলোকন করুন।

যথা।

চৌপদী।

শুন সবে এক চিত,	সত্যপীর গুণ গীত,
দুই লোকে পাবে প্রীত,	সিদ্ধ মনস্কামনা।
গণেশাদি দেবগণ,	বন্দ সত্য নারায়ণ,
সিদ্ধ দেহ অনুক্ষণ,	যার যেই ভাবনা।।
কলির প্রথমে হরি,	ফকির শরীর ধরি,
অবনীতে অবতরি,	হরিবারে যন্ত্রণা।
দ্বিতীয়েতে বিষ্ণু নামে,	দরিদ্র দ্বিজের ধামে,
ধর্ম্ম, অর্থ, মোক্ষ, কামে,	দানে কৈল মন্ত্রণা।।
ব্রাহ্মণ ভিক্ষায় যায়,	প্রভু দেখা দিলা তায়,
হইয়া ফকির কায়,	মুখে দিব্য দাড়ি রে।
গায়ে কাঁথা শিরে টোপ,	গলে ছেলি মুখে গোঁপ,
ঝুলিতে ঝুলিছে খোপ,	হাতে আশাবাড়ি রে।।
সেলাম্ হামারা পাঁড়ে,	ধুপ্‌মে তোম্ কাহে খাড়ে,
পেরেশান্ দেখে বড়ে,	মেরে বাৎ ধরতো।
সির্ণি বেদে পির বা,	সভি হাম্‌ছো মিরবা,
মোকামে জাহির বা,	দরব্ হস্ত ভপতো।।
বিষ্ণু মূর্ত্তি দেখি দ্বিজ,	নিবাসে আসিয়া নিজ,
পূজিল গরুড়ধ্বজ,	সির্ণি দিয়া বিহিতে।
দেখিয়া বিপ্রের ধন,	ঘরে ঘরে সর্ব্বজন,
পূজে সত্যনারায়ণ,	খ্যাতি হৈল ক্ষিতিতে।।
চতুর্থে উৎকট কষ্ট,	কাটুরের হৈল নষ্ট,

জগতে হইল শ্রেষ্ঠ, সৃষ্টি কৈল পালনা।
সত্যপীর গুণ গেয়ে, মন মত ধন পেয়ে,
সিরণি প্রসাদ খেয়ে, সিদ্ধি করে বাসনা॥
সদানন্দ নামে বেণে, সত্যপীরে সির্ণি মেনে,
পঞ্চমে পাইল কন্যা, চন্দ্রকলা নামেতে।
কি কব তাহার ছাঁদ, কাম ধরিবার ফাঁদ,
মুখখানি পূর্ণ চাঁদ, জিত রতি কামেতে॥
বর আনি নীলাম্বর, রূপে গুণে মনোহর,
সদানন্দ সদাগর, কন্যা দিল দানেতে।
চন্দ্রকলা নিকেতনে, সত্যদেবে পূজা মানে,
সত্যদেব ভাবি মনে, সদা থাকে ধ্যানেতে॥
কন্যার বিবাহ দিয়ে, জামাতারে সঙ্গে নিয়ে,
সিরিণি বিস্মৃত হোয়ে, পাটনেতে চলিল।
পীর ক্রোধ করে তায়, ধরাপড়ে চোর দায়,
গলে ডোর বেড়ি পায়, কারাগারে রহিল॥
এ সব প্রকার ষষ্ঠে, সদাগর মুক্ত কষ্টে,
সপ্তমে সাধুরে দৃষ্টে, পথে কৈল ছলনা।
অষ্টমেতে ঘরে এলো, চন্দ্রকলা বার্ত্তা পেলো,
প্রসাদ খাইতেছিল, ফেলে করে হেলনা॥
জলে ডুবে মরে পতি, উত্তরায় কাঁদে সতী,
কি হবে আমার গতি, প্রভু কোথা গেলে হে।
এ নব যৌবন নিশি, হোয়ে তার পূর্ণ শশি,
কোথা আছ অহর্নিশি, প্রেমাধীনী ফেলে হে॥
যৌবনে প্রভুর কাল, মদন দাহন জ্বাল,
কোকিল কোকিলা কাল, রাখ পদতলে হে।
যৌবন প্রফুল্ল ফুল, কেবল দুঃখের মূল,

খেদে হয় প্রাণাকুল, ঝাঁপ দিই জলে হে ॥
স্তবে তুষ্ট জগৎকর্ত্তা, বাঁচাইল তার ভর্ত্তা,
সদানন্দ পেয়ে বার্ত্তা, পূজারম্ভ করিল।
ভাঙ্গাইয়া কড়ি টাকা, সির্ণি কৈল কাঁচা পাকা,
যেন শশধর রাকা, দুই লোকে তরিল ॥
ভরদ্বাজ অবতংস, ভূপতি রায়ের বংশ,
সদাভাবে হত কংস, ভুরস্তুটে বসতি।
নরেন্দ্র রায়ের সুত, ভারত ভারতী যুত,
ফুলের মুকুটি খ্যাত, দ্বিজ পদে সুমতি ॥
দেবের আনন্দধাম, দেবানন্দপুর নাম,
তাহে অধিকারী রাম, রামচন্দ্র মুনসী।
ভারতে নরেন্দ্র রায়, দেশে যার যশ গায়,
হোয়ে মোরে কৃপাদায়, পড়াইল পারসী।
সবে কৈল অনুমতি, সংক্ষেপে করিতে পুঁতি,
তেমতি করিয়া গতি, না করিও দূষণা।
গোষ্ঠির সহিত তাঁয়, হরি হোন্ বরদায়,
ব্রত কথা সাঙ্গ পায়, সনে রুদ্র চৌগুণা ॥”

এই উভয় গ্রন্থের মধ্যে তিনি কোন্‌খানি প্রথম বিরচনা করেন তাহা নিশ্চিতরূপে নির্দ্দেশ করিতে পারিলাম না,—কিন্তু অনুমানে এরূপ স্থির হইতেছে যে, ত্রিপদীটিই সর্ব্বাগ্রে রচনা করিয়াছিলেন।—যেহেতু চৌপদীটি ইহার অপেক্ষা অল্পাংশেই উত্তম হইয়াছে। সময়াভাব বশতঃ প্রথমবারের কথা অতি সংক্ষেপেই বর্ণনা করিয়াছেন।—ফলে তিনি দুই জন নায়কের

আদেশক্রমে দুইখানি পুঁতি দুইবার প্রস্তুত করত পাঠ করিয়াছিলেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।— বিশেষতঃ চৌপদীচ্ছন্দের গ্রন্থখানির সর্ব্বশেষে ভণিতা স্থলে যেরূপ বর্ষের নির্দ্দেশ হইয়াছে তাহাতে সেই খানিকেই অনুজ বলিয়া ধার্য্য করিতে হইবে।—যথা "সনে রুদ্র চৌগুণা" এতদ্দারা প্রমাণ হইতেছে ১১৩৪ সালে এই কবিতা রচিত হয়।—সুতরাং তৎকালে ভারতের বয়স ১৫ বৎসর উত্তীর্ণ হয় নাই, কারণ শকের সহিত সালের গণনা করাতেই নির্দ্দিষ্ট হইল তিনি বাঙ্গালা ১১১৯ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। এতদ্রূপ তরঙ্গ বয়সে যে প্রকার চমৎকার কবিতা শক্তি প্রকাশ করিয়াছেন, এবং সংস্কৃত, পারস্য হিন্দি এবং বঙ্গভাষার যদ্রূপ সংস্কার দর্শাইয়াছেন ইহাতে তাঁহাকে যথেষ্টই প্রশংসা করিতে হইবে।—জগদীশ্বরের বিশেষ অনুকম্পা ব্যতীত কোনক্রমেই এরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই।

ভারতচন্দ্র রায় পারস্য ভাষায় বিশেষরূপ কৃতবিদ্য হইয়া অনুমান বিংশতি বৎসর বয়ঃক্রম সময়ে বাটী আসিয়া পিতা মাতা ও ভ্রাতা প্রভৃতির সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, তাঁহার অগ্রজগণ দেখিলেন, তিনি সংস্কৃত ও পারস্য ভাষায় বিলক্ষণ পারদর্শী হইয়াছেন, তাঁহারা কেহই তাঁহার ন্যায় সদ্বিদ্বান্ ও কীর্ত্তিকুশল হইতে পারেন নাই, অনুজের এতদ্রূপ বিদ্যা ও বিজ্ঞতার পরিচয় প্রাপ্তে তাঁহারা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন "ভাই হে! সংপ্রতি পিতাঠাকুর বর্দ্ধমানেশ্বরের নিকট হইতে

কিঞ্চিৎ ভূমি ইজারা লইয়াছেন, জগদীশ্বরের কৃপায় এবং কর্ত্তার আশীর্ব্বাদে তুমি সর্ব্বতোভাবে যোগ্য এবং কৃতী হইয়াছ, অতএব এই সময়ে তুমি আমারদিগের এই বিষয়ের "মোক্তার" স্বরূপ হইয়া বর্দ্ধমানে গমন কর, রাজাকে রাজস্ব দিতে যেন বিলম্ব না হয়, এবং রাজদ্বারে যেন কোনরূপ গোলযোগ উপস্থিত না হয়, তুমি উপস্থিত মতে যখন যেরূপ পত্র লিখিবে, আমরা তদনুরূপ কার্য্য করিব।—ভাই! তাহা হইলেই আমারদিগের অন্ন বস্ত্রের আর কোনরূপ ক্লেশ থাকিবে না" সেই আজ্ঞানুসারে ভারতচন্দ্র বর্দ্ধমানে গমন করত কিছুদিন অবস্থান পূর্ব্বক কার্য্য পরিচালন করেন, এমত সময়ে তাঁহার সহোদরেরা যথা নিয়মে নির্দ্দিষ্ট কালে কর প্রেরণে অক্ষম হইলেন, ইহাতে রাজদরবারে বিবিধ প্রকার গোলযোগ হওয়াতে বর্দ্ধমানাধিপতি সেই ইজারাটী খাসভুক্ত করিয়া লইলেন, এবং ভারত তদ্বিষয়ে আপত্তি উপস্থিত করাতে দুর্ভাগ্য বশতঃ রাজকর্ম্মচারিগণের চক্রান্তরে পড়িয়া কারারুদ্ধ* হইলেন। কিন্তু কারাগারের কঠোর ক্লেশ তাঁহাকে অধিককাল ভোগ করিতে হয় নাই। কারারক্ষকের সহিত তাঁহার কিঞ্চিৎ প্রণয় ছিল, অতিশয়

---

* বোধ হয় তৎকালের বর্দ্ধমানাধিপতি পণ্ডিত ও কবিদিগের বিশেষ গৌরব ও সমাদর করিতেন না, অথবা ভারতের যথার্থ কবিত্ব ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রাপ্ত হয়েন নাই, ইহা না হইলে এমত মহাত্মা ব্যক্তিকে কারাবদ্ধ করত এতদ্রূপ ক্লেশ প্রদান কেন করিবেন॥

কাতর হইয়া বিনয় বাক্যে তাঁহাকে কহিলেন “ ও মহাশয় ! অমুক অমুক স্থানে খাজানা বাকী আছে, আপনারা লোক পাঠাইয়া আদায় করিয়া লহ, আমাকে এ রূপে বদ্ধ রাখিয়া ব্রহ্মহত্যা করিলে কি ফলোদয় হইবে ? এতদ্রূপ বিনয় বচনে প্রসন্ন হইয়া কারাধ্যক্ষ কহিলেন “ আমি এই দণ্ডেই তোমাকে গোপনে গোপনে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারি, কিন্তু তুমি কোন্ ভাবে কোন্ স্থানে প্রস্থান করিয়া নিস্তার পাইবে, সে বিষয়ের কিছু উপায় স্থির করিয়াছ ? এই রাজার অধিকার অনেক দূর পর্য্যন্ত, ইহার মধ্যে তুমি যেখানে থাকিবে সেই খানেই বিপদ ঘটিতে পারে ; রাজা ও রাজকর্ম্মচারিরা জানিতে পারিলে ভবিষ্যতে বিস্তর দুরবস্থা করিবেন” ভারত উত্তর করিলেন “আমাকে এই যাতনাযুক্ত কারাভুক্ত দায় হইতে মুক্ত করিলে আমি আর ক্ষণকালের জন্য এ অধিকারের ত্রিসীমানায় বাস করিব না। জলেশ্বর পার হইয়া “মারহাট্টার” অধিকারে গিয়া নিশ্বাস ফেলিব।” কারাপালক অতিশয় দয়াদ্র চিত্ত হইয়া রাত্রি কালে অতি প্রচ্ছন্নভাবে তাঁহাকে নিষ্কৃতি দিলেন।

ভারতচন্দ্র “রঘুনাথ” নামক একটি নাপিত ভৃত্য সঙ্গে লইয়া মহারাষ্ট্রীয় অধিকারের প্রধান রাজধানী কটকে আসিয়া “শিবভট্ট” নামক দয়াশাল সুবাদারের আশ্রয় লইলেন, এবং আপনার সমুদয় অবস্থা নিবেদন করিয়া শ্রীশ্রী৺ পুরুষোত্তমধামে কিছুদিন বাস করণের প্রার্থনা করিলেন।—সুবেদার তাঁহার প্রতি প্রীতচি-

ত্তে অনুকূল হইয়া কর্ম্মচারি, মঠধারি, ও পাণ্ডাদিগের উপর এমত আজ্ঞা ঘোষণা করিলেন, যে "ভারতচন্দ্র রায় ও তাঁহার ভৃত্য যেপর্য্যন্ত শ্রীক্ষেত্রে অধিবাস করিবেন সেপর্য্যন্ত যেন কেহ ইঁহার নিকট কোনরূপ কর গ্রহণ না করে, ইনি বিনাকরে তীর্থবাসী হইবেন, যখন যে মঠে থাকিতে ইচ্ছা করিবেন, তখন সেই মঠে মান পূর্ব্বক স্থান পাইবেন, এবং ইঁহারদিগের আহারের নিমিত্ত প্রতিদিন এক একটি "বলরামী আট্‌কে" প্রদান করিবে, আর বিশেষরূপে সম্মান করিবে।"

ভারত পুরুষোত্তমে গিয়া রাজপ্রসাদে প্রসাদ ভোগ ভোগ করত শ্রীশ্রীভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের মঠে বাস পূর্ব্বক শ্রীভাগবত এবং বৈষ্ণব সম্প্রদায়দিগের গ্রন্থ সকল পাঠ করেন, সর্ব্বদাই বৈষ্ণবদিগের সহিত আলাপ করিয়া সুখী হয়েন। বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া উদাসীনের ন্যায় গেরুয়া বস্ত্র পরিধান করিলেন, তাঁহার ভৃত্যটিও সেই প্রকার আকার প্রকার ও ভাব ভঙ্গি ধারণ করিয়া চেলা সাজিল, প্রভুটি "মুনি গোঁসাই" হইলেন, দাসটি "বাসুদেব" হইল।

এক দিবস বৈষ্ণবেরা বৃন্দাবনধাম দর্শনের প্রার্থনা করিয়া ভারতের নিকট তদ্বিশেষ প্রকাশ করাতে ভারত তাহাতে সম্মত হইয়া তাঁহারদিগের সমভিব্যাহারী হইতে অত্যন্ত ইচ্ছাকুল হইলেন। পরে সকলে একত্র হইয়া শ্রীক্ষেত্র হইতে যাত্রা করত পদব্রজে জিলা হুগলির অন্তঃপাতি খানাকুল, কৃষ্ণনগরে আসিয়া উপস্থিত হই-

লেন, তথাকার শ্রীশ্রী৺ গোপীনাথজীর শ্রীমন্দিরে দর্শনার্থ গমন করিয়া দেখিলেন, কীর্ত্তনকারি গায়কেরা "মনোহরসায়ি" কীর্ত্তন করণের অনুষ্ঠান করিতেছেন। সেই দেবমন্দিরে বৈষ্ণবদিগের সহিত একত্রে প্রসাদ পাইয়া কীর্ত্তন শুনিতে বসিলেন। কৃষ্ণ লীলারসামৃত পান পূর্ব্বক তৎকালে গুণাকর কবিবর অতিশয় মুগ্ধ ও আর্দ্র হইয়া প্রেমাশ্রু পাতন করিতে লাগিলেন।

ঐ খানাকুল গ্রামে তাঁহার শালীপতি ভ্রাতার বাটী, রঘুনাথ ভৃত্য তাহা জ্ঞাত ছিল,. এখানে ইনি মোহিত হইয়া সংকীর্ত্তন শুনিতেছেন, ও দিগে রঘুনাথ গোপনে গোপনে গ্রামের ভিতর প্রবেশ পূর্ব্বক ভট্টাচার্য্যের ভবনে গিয়া তাঁহার শালী এবং ভায়রাভাইকে বিস্তারিতরূপে সমুদয় বিবরণ অবগত করিল। তচ্ছ্রবণে ভট্টাচার্য্যেরা অনেকেই একত্রে দেবালয়ে আগত হইয়া গান সমাপ্তির পরঁ বিস্তর প্রবোধ দিয়া ভারতচন্দ্রকে আপনারদিগের বাটীতে আনয়ন করত তৎক্ষণাৎ নাপিত ডাকাইয়া দাড়ি গোঁপ ফেলিয়া দিলেন এবং গেরুয়া বস্ত্র পরিত্যাগ করাইয়া উত্তমরূপ ধৌতবস্ত্র পরাইলেন, আর নানা প্রকার অনুরোধ ও উপরোধ দ্বারা তাঁহার মনের ভাব পরিবর্ত্তন করত পুনর্ব্বার সংসারধর্ম্মে আসক্ত করিলেন, কিন্তু কোনক্রমেই তাঁহার পিতা ও ভ্রাতাদ্দিগের নিকট লইয়া যাইতে পারিলেন না। রায় সেই প্রস্তাবে উত্তর করিলেন "আমি আপনারদিগের বিশেষ অনুরোধক্রমে তীর্থ ভ্রমণ, যোগ

সাধন প্রভৃতি ধর্ম্মাচরণ পরিত্যাগ করিয়াছি কিন্তু যে পর্য্যন্ত বিষয়কর্ম্ম দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করিতে না পারিব সেপর্য্যন্ত কোনক্রমেই গৃহে গমন করিব না।

কয়েক দিবস পরে ভট্টাচার্য্য মহাশয় ভায়রাভাই ভারতকে সঙ্গে লইয়া তাজপুরের পার্শ্বস্থ সারদা গ্রামে স্বীয় শ্বশুর নরোত্তম আচার্য্যের ভবনে গমন করিলেন, আচার্য্য বহুকালের পর "হারানিধি" জামাতাকে প্রাপ্ত হইয়া আহ্লাদ-সাগরে নিমগ্ন হইলেন, মহা সমাদর পূর্ব্বক স্নেহের ভাণ্ডার মুক্ত করিলেন। অন্তঃপুরে আনন্দ কোলাহল উত্থিত হইল, প্রতিবাসি ও প্রতিবাসিনী সকলে আহ্লাদচিত্তে দেখিতে আইলেন।—ভারতচন্দ্র বিবাহ বাসর ব্যতীত অপর কোন দিবস আপনার প্রণয়িনী সহধর্ম্মিণীর সহিত আর সাক্ষাৎ করেন নাই, ইহাতে সেই রজনীর সাক্ষাতে পরস্পর উভয়ের মনে যে প্রকার সন্তোষ, প্রেম, ভাব ও আর আর ব্যাপারের উদয় হইল, তাহা কি বাক্যে প্রকাশ করিব স্থির করিতে পারিলাম না। কয়েক দিবস শ্বশুর সদনে অশেষবিধ আমোদ প্রমোদ করত আপনার স্ত্রীকে কহিলেন " যদি আমার বাবা কিম্বা দাদারা তোমাকে নিতে আসেন, তবে তুমি কোনমতেই সেখানে যেওনা" এবং শ্বশুরকে কহিলেন " মহাশয়! আপনার কন্যাকে আমারদিগের বাটীতে কখনই পাঠাইয়া দিবেন না, যদবধি আমি অর্থ আনিয়া স্বতন্ত্ররূপে স্বতন্ত্র স্থানে একখানি বাড়ী প্রস্তুত করিতে না পারি, তদবধি এইখানেই রাখিবেন" এই

কথা বলিয়া বিদায় লইয়া তিনি তৎস্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর, তিনি ফরাসডাঙ্গায় আসিয়া ফরাসি গবর্ণমেণ্টের দেওয়ান বিখ্যাত ধনাঢ্য ও মান্যবর শ্রোত্রিয় পালধি বংশ্য ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী (যাঁহার প্রতিষ্ঠিত ইষ্টক-নির্ম্মিত ঘাট অদ্যাবধি ফরাসডাঙ্গার গঙ্গাতীরে শোভা করিতেছে,) তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া আপনার পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক অতিশয় কাতরতা সহকারে নিবেদন করিলেন "মহাশয়! আমি আপনার আশ্রয় লইলাম, শরণাগত হইলাম, যে প্রকারে হউক, সদয় হইয়া আশ্রয় দিয়া আমাকে প্রতিপালন করিতে হইবেক" দেওয়ানজী ভারতের বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় পাইয়া ও পুরাতন ও বর্ত্তমান অবস্থা সকল জানিতে পারিয়া এবং স্তবে অত্যন্ত তুষ্ট হইয়া আশ্বাস বাক্যে সাহস প্রদান পুরঃসর কহিলেন "তুমি অতি যোগ্য ও প্রধান বংশের মনুষ্য, তোমার উপকার করা সর্ব্বতোভাবেই কর্ত্তব্য। ভাল, তুমি এখানে থাকিয়া কিছুদিন অপেক্ষা কর, আমি বিহিত চেষ্টায় রহিলাম, সুযোগ-যুক্ত সময় পাইলে ও কোন বিষয় উপস্থিত হইলে তোমার মঙ্গল সাধনে কখনই সাধ্যের ত্রুটি করিব না" এতদ্রূপ করুণাকর অনুকূল বচনে ভারতচন্দ্রের "মানস মুকুল" আনন্দ মকরন্দভরে প্রফুল্ল হইল।—তৎকালে উক্ত চৌধুরী মহাশয়ের জাতি সম্বন্ধীয় কোনরূপ অপবাদ থাকাতে তিনি তাঁহার বাসায় অবস্থান না করিয়া ওলন্দাজ গবর্ণমেণ্টের দেও-

য়ান গোন্দলপাড়া নিবাসি ৺রামেশ্বর মুখোপাধ্যায় মহোদয়ের ভবনে থাকিয়া আহারাদি করিতে লাগিলেন, প্রতি দিবস প্রাতে ও সন্ধ্যার সময়ে চৌধুরীবাবুর নিকট আসিয়া "উমেদারি" অর্থাৎ উপাসনা করেন। এই উপাসনা এবং সদ্গুণ জন্য উক্ত আশ্রিত জনের প্রতি আশ্রয়দাতার ক্রমশই স্নেহের আধিক্য হইতে লাগিল। কোন এক সময় বিশেষে কথোপকথন করিতে করিতে চৌধুরী কহিলেন " ভারত ! আমি তোমাকে ফরাসির ঘরে এখনি একটা কর্ম্ম করিয়া দিতে পারি, কিন্তু তাহাতে তোমার কিছুমাত্র সুখোদয় হইবে না, কারণ গুণের গৌরব গোপন থাকিবে। আমি তোমার নিমিত্ত একটা প্রধান উপায় স্থির করিয়াছি, নবদ্বীপের অধিরাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সহিত আমার বিশেষ বন্ধুত্ব আছে, তিনি দুই চারি লক্ষ টাকা কর্জ্জ করিবার নিমিত্ত মধ্যে মধ্যে আমার নিকট আসিয়া থাকেন, তিনি এবারে যখন আসিবেন, তখন আমি তোমাকে তাঁহার নিকট সমর্পণ করিয়া দিব, তুমি যেমন গুণি ব্যক্তি, তিনি সেইরূপ গুণগ্রাহক, সেই স্থান তোমার পক্ষে যথার্থরূপ উপযুক্ত স্থান বটে, এই বচনে ভারতচন্দ্র বারিদ-বদন-বিনির্গত-বারিবিন্দু পতন-প্রত্যাশী চাতকের ন্যায় মহারাজের আগমনের প্রতি প্রতিক্ষণ প্রতীক্ষণ করিতে লাগিলেন, এক দিবস প্রাতে তিনি চৌধুরীর সভায় বসিয়া আছেন, এমত কালে দৈবাৎ প্রাতঃস্মরণীয় মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় তথায় শুভাগমন করিলেন। চৌধুরী মহাশয় গাত্রোত্থান পূর্ব্বক যথাযোগ্য

সম্মান সহযোগে রাজাকে আসনারূঢ় করত অশেষ প্রকার সদালাপ সমাপনানন্তর কহিলেন "মহারাজ! আমার একটি নিবেদন আছে, এই ভারতচন্দ্র আমার অতি আত্মীয় ব্যক্তি, ইনি অমুক অমুকের সন্তান, সংস্কৃত জানেন, পারস্য জানেন, কবিতাশক্তি ভাল আছে, অধুনা দীনাবস্থায় অতিশয় ক্লেশ পাইতেছেন, যাহাতে প্রতিপালিত হয়েন এমত অনুগ্রহ বিতরণ করিতে আজ্ঞা হউক"—মহারাজ তাহাতে অঙ্গীকৃত হইয়া কহিলেন "আমি এইক্ষণে কলিকাতায় চলিলাম, কালী দর্শন করিয়া কালীঘাট হইতে কৃষ্ণনগর রাজধানীতে প্রত্যাগত হইলে ইনি যেন তথায় গিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করেন।

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র কলিকাতা হইতে কৃষ্ণনগরে গমন করিলে পর ভারতচন্দ্র তথায় গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। রাজা তাঁহাকে পাইয়া পরিতুষ্ট হইয়া ৪০ টাকা মাসিক বেতন নির্দ্দিষ্ট করত বাসা প্রদান করিলেন, এবং কহিলেন "তুমি প্রতিদিন প্রাতে ও সন্ধ্যার পর আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবা"—তিনি তদনুসারে তন্নগরে থাকিয়া প্রত্যহ নিয়মিত সময়ে রাজসভায় উপস্থিত হন, এবং মধ্যে মধ্যে দুই একটি কবিতা রচনা করিয়া রাজাকে দেখান, নবদ্বীপাধিপতি প্রফল্লিত হইয়া কবি-শ্রেষ্ঠ ভারতচন্দ্রকে "গুণাকর" উপাধি প্রদান করত আজ্ঞা করিলেন "ভারত! তোমার প্রণীত কবিতায় আমার মনে অত্যন্ত প্রীতি জন্মিয়াছে, কিন্তু আমি

এবম্প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদ্য শুনিতে ইচ্ছা করি না” ভারত বলিলেন “মহারাজ! কিরূপ রচনা করিতে অনুমতি করেন” রাজা কহিলেন “মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী (যিনি কবি-কঙ্কণ নামে বিখ্যাত ছিলেন,) তিনি যে প্রণালীক্রমে ভাষা কবিতায় “চণ্ডী” রচিয়াছিলেন, তুমি সেই পদ্ধতিক্রমে “অন্নদামঙ্গল” পুস্তক প্রস্তুত কর” সেই আজ্ঞা পালন পূর্ব্বক কবিকেশরী অন্নদামঙ্গল বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিলেন। একজন ব্রাহ্মণ লেখকরূপে নিযুক্ত হইয়া তৎ-সমুদয় লিখিতে লাগিলেন, এবং নীলমণি সমাদার নামক একজন গায়ক সেই সকল “পালা” ভুক্ত গীতের সুর, রাগ এবং পাঁচালী শিক্ষা করিয়া প্রতিদিন গান করিতে লাগিলেন। রচনা সমাধার পূর্ব্বে রাজা তদ্দৃষ্টে অনির্ব্ব-চনীয় সন্তোষ-পরবশ হইয়া কহিলেন “বিদ্যাসুন্দরের উ-পাখ্যান সংক্ষেপে বর্ণনা করত ইহার সহিত সংযোগ করিতে হইবে” পরে তিনি অতি কৌশলে বিদ্যাসুন্দর রচনা করিয়া রাজাকে দেখাইলেন। নৃপতি তদ্দর্শনে আহ্লাদ রাখিবার স্থান প্রাপ্ত হইলেন না। ঐ অন্নদা-মঙ্গল এবং বিদ্যাসুন্দরের গুণের ব্যাখ্যা আমি কি করি-ব? তাহার উপমার স্থল নাই বলিলেই হয়, এই ভারতে ভারতের ভারতীর ন্যায় ভারতের ভারতী সমাদৃত ও প্রচলিত হইয়াছে।—এই চারু গ্রন্থের পর “রসমঞ্জরী” রচনা করেন, তাহাও সর্ব্বপ্রকারে উৎকৃষ্ট হইয়াছে। অন্নদামঙ্গল, বিদ্যাসুন্দর, ও ভবানন্দ মজুমদারের পালা এ তিন একি পুস্তক, কেবল রসমঞ্জরী খানি স্বতন্ত্র।

পাণ্ডিত্য এবং কবিত্ব গুণে রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র নৃপেন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্র রায় বাহাদুরের অতিশয় প্রিয় সভাসদ রূপে গণ্য হইলেন। এই ভাবে কিছুদিন গত হইতে হইতে রাজা একদিবস জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি এখানে রহিয়াছ, তোমার পরিবার কোথায়? তুমি বাটীর তত্ত্বাবধারণ কর কি না?" ভারত কহিলেন "আমার স্ত্রী আমার শ্বশুরালয়ে আছেন, ভ্রাতাদিগের সহিত আমার তাদৃশ সদ্ভাব নাই, এজন্য বাটী যাইবার অভিলাষ নাই, গঙ্গা তীরে কিঞ্চিৎ স্থান পাইলে স্বতন্ত্র একখানি বাড়ী প্রস্তুত করিয়া তথায় পরিবার লইয়া স্বচ্ছন্দে বাস ও সংসারধর্ম্ম করিতে পারি।" রাজা কহিলেন "নবদ্বীপ হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত আমার অধিকার মধ্যে কোন্ স্থানে তোমার বাস করিতে ইচ্ছা হয়?" কবি কহিলেন "ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী মহাশয়ের কৃপায় আমি কল্পতরুর আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছি, অতএব তাঁহার বাটীর নিকটে হইলেই ভাল হয়, যেহেতু তাঁহার সহিত সর্ব্বদাই সাক্ষাৎ করিতে পারি।" রাজা কহিলেন "তবে তুমি "মূলাযোড়ে,, গিয়া বসতি কর।" ভারত কহিলেন "যে আজ্ঞা মহারাজ, ঐ স্থানটিই আমার অত্যন্ত মনোনীত হইয়াছে।" পরে উল্লেখিত পণ্ডিত ও কবিপ্রতিপালক বিদ্যানুরাগি নরবর নৃপবর ভারতকে বাটীর নিমিত্ত ১০০ এক শত টাকা এবং ৬০০ টাকা বার্ষিক রাজস্ব নির্দ্দেশ পূর্ব্বক মূলাযোড়-খানি ইজারা দিলেন।

ভারত সেই টাকা এবং ইজারার সনন্দ লইয়া শ্বশু-

রালয়ে গিয়া ভার্য্যাকে মুলাযোড়ে আনয়ন করত প্রথমে তথাকার ঘোষাল মহাশয়দিগের ভবনে একটি ঘর লইয়া কিছুদিন তাহারি মধ্যে বাস করিলেন, পরে নূতন নিকেতন নির্ম্মাণ পূর্ব্বক যথারীতিক্রমে অনুষ্ঠান করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন।—তাঁহার পিতা নরেন্দ্রনারায়ণ রায় এই সমাচার প্রাপ্ত হইয়া পুত্রগণকে কহিলেন " ভারত মুলাযোড়ে গঙ্গাতীরে বাড়ী করিয়াছে, আমার প্রাচীন শরীর, এই বৃদ্ধ বয়সে গঙ্গাহীন দেশে বাস করা কর্ত্তব্য হয় না" এই বলিয়া তিনি মুলাযোড়ে আগমন করিলেন, এবং এখানে অল্পকাল বাস করিয়াই তিনি লোকান্তরিত হইলেন। পিতার আদ্য শ্রাদ্ধ সম্পন্ন হইলে রায় গুণাকর পুনর্ব্বার কৃষ্ণনগরে গিয়া কিয়ৎকাল বাস করত নিম্ন প্রকাশিত বসন্ত ও বর্ষা বর্ণনা এবং আর আর কবিতা রচনা করেন।—এই সকল পদ্য অদ্য পর্য্যন্ত মুদ্রিত ও প্রচারিত হয় নাই।

যথা। বসন্তবর্ণনা।

চৌপদী।

ভাল ছিল শীতকাল, সেতো কামানলজ্বাল,
হৃদয় সহিত শাল, এবে হোলো দুরন্ত।
না ছিল কোকিল শব্দ, ভ্রমর আছিল জব্দ,
উত্তরে বাতাসে স্তব্ধ, বৃক্ষ ছিল জীবন্ত॥
এবে বায়ু সাপেখেকো, ভুবন করিল ভেকো,
কেবল কামের ডেকো, সঙ্গে লোয়ে সামন্ত।

অনঙ্গেরে অঙ্গ দিলি, শুষ্ককাষ্ঠ মুঞ্জরিলি,
ভারতেরে ভুলাইলি, আ, আরে বসন্ত ॥

বর্ষাবর্ণনা।

চৌপদী।

প্রথমেতে জ্যৈষ্ঠ মাস, নিদাঘের পরকাশ,
কৃষ্ণনগরেতে বাস, গেল এক বর্ষা।
শরদে অম্বিকা পূজা, রাজঘরে দশভুজা,
দেখিনু মৈমাকাত্মজা, জগতের হর্ষা ॥
হিম শীত তার পর, শীর্ণ করে কলেবর,
পুণ্যাবাদে যাব ঘর, সেই ছিল ভর্সা।
বসন্ত নিদাঘ শেষ, পুন তোর পরবেশ,
ভারত না গেল দেশ, আ, আরে বর্ষা ॥ ১

ভুবনে করিল তূর্ণ, নদ নদী পরিপূর্ণ,
বিরহিণী বেশ চূর্ণ, ভাবিয়া অভর্সা।
বিদ্যুতের চকমকি, ডাহুকের মকমকি,
কামানল ধক্‌ধকি, বড় হৈল কর্ষা ॥
ময়ূর ময়ূরী নাচে, চাতকিনী পিউ যাচে,
আর কি বিরহী বাঁচে, বুঝিনু নিষ্কর্ষা।
ভারতের দুঃখমূল, কেবল হৃদয়ে শূল,
ফুটালি কদম্বফুল, আ, আরে বর্ষা ॥ ২

পরন্তু কৃষ্ণ রাধিকার প্রণয় ঘটিত ব্যঙ্গছলে রাজ-
সভাসদ কোন ব্যক্তির উপর কটাক্ষ করিয়া উক্তিভেদের

যে দুইটি কবিতা প্রকাশ করেন তাহা পত্রস্থ করিলাম সকলে দর্শন করুন।—

যথা।

ক্লষ্ণের উক্তি।

চৌপদী।

বয়স আমার অল্প, নাহি জানি রস কল্প,
তুমি দেখাইয়া তল্প, জাগাইলা যামী।
ননী ছানা খাওয়াইয়া, রসরঙ্গ শিখাইয়া,
অঙ্গ ভঙ্গ দেখাইয়া, তুমি হৈলা কামী॥
তুমি বৃষভানু সুতা, অশেষ চাতুরী যুতা,
তোমার ননদীপুতা, সব জানি আমি।
আগে হানি নেত্র বাণ, কাড়িয়া লইলে প্রাণ,
এখন্ কর অভিমান, আ, আরে মামী॥ ১

রাধিকার উক্তি উত্তর।

চৌপদী।

চূড়াটি বাঁধিয়া চুলে, মালা পর বনফুলে,
দান মাগো তরুমূলে, আমি তেমন্ মাগিনে।
মোরে দেখিবার লেগে, অনুরাগ রাগে রেগে,
রাত্রি দিন থাক জেগে, আমি তেমন্ জাগিনে॥
বুক বাড়ায়েছে নন্দ, যার তার সনে দ্বন্দ,
কোন্ দিন হবে মন্দ, আমি তোমায় লাগিনে।
শুগুার বিষম কায, সে ভয়ে পড়ুক্ বাজ,
মামী বোলে নাহি লাজ, আ, আরে ভাগিনে॥ ২

হাওয়া বর্ণন।

চৌপদী।

চন্দনের দণ্ড ধোরে, ফণি ফণা ছত্র কোরে,
মলয় রাজত্ব হোরে, আরো রাজ্য চাওয়া।
বসন্ত সামন্ত সঙ্গে, শৈত্য গন্ধ মান্দ্য অঙ্গে,
কাবেরি ভরিয়া রঙ্গে, হিমালয় ধাওয়া॥
বিয়োগিরে কাঁদাইয়ে, সংযোগিরে ফাঁদাইয়ে,
যোগি যোগ ভাঙ্গাইয়ে, কাম গুণ গাওয়া।
নর্ম্মিরে প্রকাশিয়ে, গর্ম্মিরে বিনাশিয়ে,
শীতল করিলি হিয়ে, বাহবারে হাওয়া॥ ১

কখনো দারুণ ঝড়, শাখি উড়ে পাখি জড়,
ঘর ভাঙ্গে উড়ে খড়, নাহি যায় চাওয়া।
বেগ কে সহিতে পারে, মেঘ স্থির হোতে নারে,
হুলুস্থূল পারাবারে, প্রলয়ের দাওয়া॥
কভু থাক কোন্ গাড়ে, ভাপে প্রাণি প্রাণ ছাড়ে,
বৃক্ষ নাহি পাতা নাড়ে, আনন্দের পাওয়া।
কখনো মধুর মন্দ, সুগন্ধ আনন্দ কন্দ,
শীতল পরমানন্দ, বাহবারে হাওয়া॥ ২

ধুম্ বড়া ধুম্ কিয়া, খানে শোনে নাহি দিয়া,
চঁহুয়ার ঘের্ লিয়া, ফৌজ্ কিসি কাওয়া।
বালাখানা কোট্ কিয়া, কাণাৎ সে ঘের লিয়া,
তঁহুয়ান্ দাগা দিয়া, আগ্ কিসি তাওয়া॥
দেখ্নে মে হুয়া চূর, ছোড়্ লিয়া মেরি পুর,
তোঁহারি বালাই দূর, আও মেরে বাওয়া।

তুজ্ লিয়া নরম্ সটি, উজ্ লিয়া গরম্ সটি,
চিরণ্ জিউ ধরম্ সটি, বাহবারে হাওয়া ॥ ৩

বাসনা বর্ণনা।

চৌপদী।

বাসনা করয়ে মন, পাই কুবেরের ধন,
সদা করি বিতরণ, তুষি যত আশনা।
আশ্‌নাই, আরো চাই, ইন্দ্রের ঐশ্বর্য্য পাই,
ক্ষুধামাত্র সুধা খাই, যমে করি ফাঁসনা ॥
ফাঁসনা কেবল রৈল, বাসনা পূরণ নৈল,
লাভে হোতে লাভ হৈল, লোকে মিথ্যা ভাসনা।
ভাস্‌নাই কারে বলে, ভারত সন্তাপে জ্বলে,
কলার বাসনা হোলে, আ, আরে বাসনা ॥ ১

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র একটা ধেড়ে পুষিয়াছিলেন ভারত চন্দ্র তাহা দৃষ্টি করিয়া রাজার সাক্ষাতেই ধেড়ে ও ভেড়ের সমানরূপ বর্ণনা করেন।

চৌপদী।

ধেড়েকুলে জন্ম পেয়ে, বিলে খালে ধেয়ে ধেয়ে,
বেড়াইতে ঘুষ্ খেয়ে, লোকে দিত তেড়ে।
তেড়ে না পাইতে মাচ্, বেড়াইতে পাছ্ পাছ্,
এখন্ বাছের বাছ্, দিতে লও কেড়ে ॥
কেড়ে লোতে কেহ যায়, কৌতুক না বুঝ তায়,
ক্রোধে ফোলো বাঘ প্রায়, ফোঁস্ ফাঁস্ ছেড়ে।

ছেড়ে গেড়ে ডোবা জল,- রাজপুরে পেয়ে স্থল,
ভোলা-জলে কুতূহল, সাবাসরে ধেড়ে ॥
ধেড়ে বড় দাগাবাজ, জলে পেয়ে স্ত্রী সমাজ,
ব্যস্ত কোরে দেয় লাজ, কূলে ডুব্ পেড়ে ।
পেড়ে রাঙ্গা যত শাড়ী, ধোরে করে কাড়াকাড়ি,
কেহ দিলে তাড়াতাড়ি, প্রবেশয়ে গেড়ে ॥
গেড়ে হোতে পুন আসি, ভুস্ কোরে উঠে ভাসি,
সবে দেখে বলে হাসি, বড় দুষ্ট ধেড়ে ।
ধেড়ে ভেড়ে এক সম, ঝক* মারিবার যম,
কেহ কারে নহে কম, ফেঁরে গেন দেঁড়ে ॥
দেঁড়ে মারে দাঁড় খোঁটা, মাগুর খাইয়া মোটা,
না ছাড়ে কড়ির পোঁটা, পোঁচা বোঁচা দেড়ে ।
দেড়ে দাবাড়িয়া ধরে, কান্তার উপরে চরে,
সেগুণ শালের ডরে, ফেরে অঙ্গ ঝেড়ে ॥
ঝেড়ে শরীরের ধুলা, দিয়ে বুলে গোঁপ ফুলা,
ভাল বিধি কল্লে তুলা, ধেড়ে আর ভেড়ে ।
ভেড়ের ভাঁড়ামি মুখে, ধেড়ের বিক্রম বুকে,
ভেড়ে ধেড়ে ফেরে সুখে, স্থল জল নেড়ে ॥

কর্‌দ্রাফ্‌থ বর্ণন ।

কর্‌দ্রাফ্‌থ ।—এই শব্দটি পারস্য শব্দ, ইহার অর্থ কাহার দ্বারা একর্ম্ম হইয়াছে এবং কে একর্ম্ম করিয়া প্রস্থান করিল ।

---

* ঝক—মৎস্য ।

পঞ্চপদী।

কামিনী যামিনী মুখে, নিদ্রাগতা শুয়ে সুখে, ধীর শঠ তার মুখে,
চুম্বিতে চুম্বন সুখে, ধীরে ধীরে কর্দ্দোরফথ্‌।
নিদ্রা হোতে উঠে নারী, অলসে অবশ ভারি, আর্‌সিতে মুখ হেরি,
চুম্ব চিহ্ন দৃষ্টি করি, ভাবে ভাল্‌ কার্দ্দোরফথ্‌॥

এই কবিতায় যে আশ্চর্য্য কৌশল ও বিদ্যা প্রকাশ পাইয়াছে তাহা রসজ্ঞ জনেরাই জানিতে পারিবেন।

হিন্দি ভাষার কবিতা।

এক সময় বৃকভানু কুমারী।
মাত পিত সন, বৈঠ নেহারী।
হুয়ে লগ্‌ আউসর ,দূতী জো আয়ি।
ভেট্‌ চল,নন্দলাল,বোলায়ি॥
দেখ্‌ নহি আঁখ্‌, শুন্‌ নহি কাণ্‌।
কা কুছ্‌ আয়িহো, আওল থায়ি॥
কাঁহাকে কানায়া লাল্‌, কাঁহাঁ সো পছান্‌ জান্‌।
কাঁহা সো তু, আয়ি হ্যায়, থাক্‌পর্‌ তেরে ব্রজ্‌কি বস্‌নে॥
পাণি মে আগ্‌, লাগাওনে আয়ি।
কুছ্‌ বাৎ এতোৎ কো, কুছ্‌ বাৎ ও তোৎ কো, বাতোন্‌ শুন্‌ বাৎ, হামারি সাৎ, লাগায়ি হ্যায়॥

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র প্রথমবার প্রশ্ন দিলেন।

"পায় পায় পায় না।"

ভারতচন্দ্র পূরণ করিলেন।

বলিরাজার উক্তি।

চৌপদী।

চিনিতে নারিনু আমি, আইল জগৎ স্বামী,
মাগিল ত্রিপদ ভূমি, আর কিছু চায়না।
খর্ব্ব দেখি উপহাস, শেষে একি সর্ব্বনাশ,
স্বর্গ মর্ত্য দিব আশ, তাহে মন ধায়না॥
গেল সকল সম্পদ, এক্ষণে পরম পদ,
বাকী আছে একপদ, ঋণ শোধ যায়না।
হ্যাদে শুন হৃদিপ্রিয়ে, বৃন্দাদেবি দেখসিয়ে,
অখিল ব্রহ্মাণ্ড দিয়ে, পায় পায় পায় না॥ ১

রাজা দ্বিতীয় প্রশ্ন দিলেন।

"পায় পায় পায়।"

ভারত পূরণ করিলেন।

বৃন্দাবলীর উক্তি।

চৌপদী।

কেঁদে কহে বৃন্দাবলী, বলিরাজ শুন বলি,
ছলিবারে বনমালি, হলেন উদয়।
হেন ভাগ্য কবে হবে, যার বস্তু সেই লবে,
জগতে ঘোষণা রবে, বলি জয় জয়॥
এক পদ আছে বক্রী, প্রকাশ করিলে চক্রী,

এ দেহ করিয়া বিক্রী, ধরহু মাথায় ।
তুমি আমি দুজনের, ঘুচিল কর্ম্মের ফের,
মিলাইল বামনের, পায় পায় পায় ॥

আশ্চর্য্য ! আশ্চর্য্য ! যথার্থরূপ গুণের দ্বারাই ভারত ভারত বিখ্যাত হইয়াছিলেন ।

সস্কৃত, বাঙ্গালা, পারস্য এবং হিন্দি এই কয়েক ভাষা মিশ্রিত কবিতা ।

এক প্রকার চৌপদীচ্ছন্দঃ ।

শ্যাম হিত প্রাণেশ্বর, বায়দকে গোয়দ্ রুবর,
কাতর দেখে আদর কর, কাহে মর, রো রোয়কে ।
বক্তুং বেদং চন্দ্রমা, ছুঁ, লালা, চে রেমা,
ক্রোধিত পর দেও ক্ষমা, মেট্টিমে কাহে শোয়কে ॥
যদি কিঞ্চিৎ ত্বং বদসি, দর্ জানে মন্ আয়ৎ খোসি,
আমার হৃদয়ে বসি, প্রেম্ কর খোস্ হোয়কে ॥
ভূয়ো ভূয়ো রোরুদসি, ইয়াদৎ নমুদা যাঁ কোসি,
আজ্ঞা কর মিলে বসি, ভারত ফকিরি খোয়কে ॥

এই সময়ে ভারত কখনো কৃষ্ণনগরে থাকেন, কখনো বাটী আসেন এবং কখনো কখনো ফরাসডাঙ্গায় গিয়া ইন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্ত্তির সহিত সাক্ষাৎ করত তথায় দুই চারি দিবস বাস করেন ; এমত কালে রাঢ় দেশে "বর্গির,, হেঙ্গাম অতিশয় প্রবল হওয়াতে বর্দ্ধমানের অধীশ্বর মহা রাজ তিলকচন্দ্র রায় বাহাদুরের গর্ভধারিণী পুত্র লইয়া বর্দ্ধমান হইতে পলায়ন পূর্ব্বক মূলাযোড়ের পূর্ব্ব দক্ষিণ

"কাউগাছী ,, নামক স্থানে আসিয়া যোহারা গড়বন্দী বাটী নির্ম্মাণ করত তন্মধ্যে বাস করিলেন।—সেই বাটী এইক্ষণে ভঙ্গ হইয়াছে, কেবল কতকগুলীন ইষ্টক ও দুই একটা স্তম্ভ মাত্র চিহ্ন স্বরূপ রহিয়াছে। গড় অদ্যাপি আছে, তাহার ভিতর অনেক বন্যপশু বাস করিয়া থাকে। কয়েক বৎসর হইল সেই গড় হইতে একটা বন্য-শূকর এবং ব্যাঘ্র বহির্গত হইয়া অত্যাচার করাতে গ্রামস্থ লোকেরা অস্ত্রাঘাতে তাহারদিগ্যে বিনষ্ট করিল।

ঐ কাউগাছীর রাজভবনে মহারাজা তিলকচন্দ্র রায় বাহাদুরের শুভ বিবাহ কার্য্য অতি সমারোহ পূর্ব্বক নির্ব্বাহ হয়। ফ্রেঞ্চ গবর্ণমেণ্টের দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী মহাশয় সেই মাঙ্গলিক কর্ম্মের অধ্যক্ষ হইয়া বিশেষরূপে নৃত্যগীতের সভার শোভাবৃদ্ধি করিয়াছিলেন এবং তাঁহার অনুরোধে ফরাসডাঙ্গা হইতে ৫০০ সৈন্য আসিয়া কয়েক দিবস রাজপুর ও দুর্গ রক্ষা করিয়াছিল।

মহারাজ্ঞী দেখিলেন, ভারতচন্দ্র রায় মূলাযোড় ইজারা লইয়াছেন, ইনি ব্রাহ্মণ, আমার হস্তী, গো, অশ্ব প্রভৃতি পশ্বাদি গ্রামের ভিতর গিয়া বৃক্ষাদি নষ্ট করিলে ব্রহ্মস্ব হরণ করা হইবেক, অতএব মুলাযোড় গ্রামখানি আমার পত্তনি লওয়াই কর্ত্তব্য হইতেছে, এরূপ ধার্য্য করিয়া মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে পত্র লিখিলেন। নবদ্বীপনাথ তৎপ্রদানে স্বীকৃত হইলে রাণী আপন কর্ম্মচারি রামদেব নাগের নামে পত্তনি লইলেন।

ভারতচন্দ্র এই পত্তনির ব্যাপার অবগত হইয়া কৃষ্ণ-

নগর-রাজের নিকট অনেক আপত্তি উপস্থিত করিলেন, রাজা কহিলেন “বর্দ্ধমানেশ্বর যখন আমার অধিকারে বাস করিলেন, তখন আমার কত আহ্লাদ বিবেচনা কর, এবং পত্তনির নিমিত্ত যখন রাণী স্বয়ং পত্র লিখিয়াছেন তখন তাঁহার সম্মান ও অনুরোধ রক্ষা করা অগ্রেই উচিত হই- তেছে ,, ভারত বলিলেন “এরূপ হইলে আমার এ গ্রামে বাস করা কর্ত্তব্য হয় না,, রাজা তাঁহাকে কহিলেন “যদি মূলাযোড়ে থাকিতে নিতান্তই ইচ্ছা না হয়, তবে আনর- পুরের অন্তঃপাতি “গুস্তে,, নামক গ্রামে গিয়া বসতি কর।,, এই বলিয়া তাঁহার সন্তোষের নিমিত্ত আনরপুরের গুস্তে বাসি মুখোপাধ্যায়দিগের বাটীর নিকট ১০৫/ বিঘা এবং মুলাযোড়ে ১৬/ বিঘা ভূমি এককালে স্বত্ব পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রহ্মত্ররূপে প্রদান করিলেন।

রায় গুণাকর এই নিষ্কর ভূমি প্রাপ্ত হইয়া মুলাযোড় পরিত্যাগ পূর্ব্বক গুস্তে গ্রামে গমন করণের উদ্যোগ করি- লে গ্রামস্থ সমস্ত লোক বিস্তর অনুরোধ করিয়া কহিলেন। “মহাশয়, কোনমতেই আমারদিগ্যে ত্যাগ করিয়া যাইতে পারিবেন না, আপনি গমন করিলে মুলাযোড় অন্ধকার হইবে।,, এই অনুরোধে বাধ্য হইয়া তিনি আনরপুরে গমন করিলেন না, মুলাযোড়েই বাস করিয়া রহিলেন।

রামদেব নাগ পত্তনিদার হইয়া ভারতচন্দ্রের প্রতি ও আর আর লোকের উপর দৌরাত্ম্য করাতে রায় কবি- বর ক্রোধাধীন হইয়া বিশেষ পাণ্ডিত্য ও কবিত্ব প্রকাশ পূর্ব্বক কৌতুকচ্ছলে সংস্কৃত কবিতায় “নাগাষ্টক,, রচনা

করত পত্রযোগে কৃষ্ণনগরে প্রেরণ করেন, মহারাজ সেই পত্র এবং নাগাষ্টক পাঠ করিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন, এবং ভারতের রচনা-কৌশলের প্রতি অনুরাগ পূর্ব্বক অনেক গুণ ব্যাখ্যা করিলেন, আর অনুরোধ দ্বারা নাগের দৌরাত্ম্য নিবারণ করিয়া দিলেন। ঐ পত্রখানি ও নাগাষ্টক আমরা নিম্নভাগে অবিকল প্রকাশ করিলাম, সকলে ইহার ভাব, রস ও মর্ম্মার্থ গ্রহণ করিয়া সুখি হউন।

অথ পত্রং।

অরণ্যপ্রতিপাল্যস্য শ্রীভারতচন্দ্র শর্ম্মণঃ।
নমস্কৃতীনামানন্ত্যং সবিশেষ নিবেদনং॥ ১॥
মহারাজ রাজাধিরাজ প্রতাপ, স্ফুরদ্বীর্য্য সূর্য্যোল্লসৎ কীর্ত্তিপদ্মে।
স্থিরা রাজপদ্মালয়া স্তাংচিরস্থা, যতোঽস্মাকমাস্তে সমস্তংপুরস্তাৎ
যদবধি তব মুখচন্দ্র বিলোকন বিরহিত নয়নচকোরৌ।
তদবধি নিরবধি দুঃখহুতাশন প্রসরণ বাসরঘোরৌ॥ ৩॥
আয়াতো মলয়ানিলো মুকুলিতাঃ শুষ্কদ্রুমাঃ কোকিলাঃ
কান্তালাপকুতূহলা মধুকরাঃ কান্তানুরাগোৎকরাঃ।
নার্য্যঃ পান্থপতিপ্রসঙ্গবিকলাঃ পান্থাঃ কৃতান্তপ্রিয়া
নোজানে ভবিতা বিচার ইহ কঃ শ্রীমদ্বসন্তে নৃপে॥ ৪॥
হোলীয়ং সমুপাগতা গতবতী ক্রীড়াকথা মাদৃশাং
দূরে ভূপতিরুন্মনাঃ পুরজনো দুর্গায়না গায়নাঃ।
বেশ্যা বাদ্যকরা মুখার্পিতকরা নিষ্ফলুণ্ঠরাঃ ফাল্গুনো
নোজানে ভবিতা কিমত্র নগরে ভণ্ডোঽপি ভণ্ডায়তে॥ ৫॥

অথ নাগাষ্টকং ।

গতে রাজ্যে কার্য্যে কুলবিহিতবীর্য্যে পরিচিতে, ভবেদ্দেশে শেষে সুরপুরবিশেষে কথমপি। স্থিতং মূলাযোড়ে ভবদনুবলাৎ কালহরণং, সমস্তং মে নাগো গ্রসতি সবিরাগো হরি হরি। ১
বয়শ্চত্বারিংশত্তব সদসি নীতং নৃপ ময়া,কৃতা সেবা দেবাদধিক ক্ষিতি মত্বাপ্যহরহঃ। কৃতা বাটী গঙ্গাভজন পরিপাটী পুটকিতা, সমস্তং মে নাগো গ্রসতি সবিরাগো হরি হরি ॥ ২ ॥
পিতা বৃদ্ধঃ পুত্ত্রঃশিশুরহহ নারী বিরহিণী, হতাশা দাশাদ্যাশ্চকিত মনসা বান্ধবগণাঃ। যশঃ শাস্ত্রং শস্ত্রং ধনমপিচ বস্ত্রং চিরচিতং, সমস্তং মে নাগো গ্রসতি সবিরাগো হরি হরি ॥ ৩ ॥
সমানীতা দেশাদিহ দশভুজা ধাতুরচিতা, শিবাঃ শালগ্রামা হরি হরিবধূ মূর্ত্তিরতুলা। দ্বিজাস্তৎ সেবার্থং নিয়ম বিনিযুক্তা অতিথয়ঃ, সমস্তং মে নাগো গ্রসতি সবিরাগো হরি হরি ॥ ৪ ॥
মহারাজ ক্ষৌণীতিলককমলার্ক ক্ষিতিমণে, দয়ালো ভূপাল দ্বিজকুমুদজাল দ্বিজপতে। কৃপাপারাবার প্রচুরগুণসার শ্রুতিধর, সমস্তং মে নাগো গ্রসতি সবিরাগো হরি হরি ॥ ৫ ॥
অয়ে কৃষ্ণ স্বামিন্ স্মরসি নহি কিং কালিয়হ্রদং, পুরা নাগগ্রস্তং স্থিতমপি সমস্তং জনপদং। যদীদানীং তৎ ত্বং নৃপ ন কুরুষে নাগ দমনং, সমস্তং মে নাগো গ্রসতি সবিরাগো হরি হরি ॥ ৬
শ্রুতং বাক্যং যেন প্রচুরবসুনা ক্ষান্তিরতুলা, যদুক্তস্তোহত্রাহং ভব সদসি গঙ্গাম্বুনিকটে। ত্বদীয়ো গণ্ডূষীকৃতমনুজমণ্ডূক নিকরঃ, সমস্তং মে নাগো গ্রসতি সবিরাগো হরি হরি ॥ ৭ ॥
জগৎপ্রাণগ্রাসী বিরলবিলবাসী নতমুখঃ, কুবর্ণো গোকর্ণঃ সবিষবদনো বক্রগমনঃ। তদন্যো কিং রাজন্ ক্ষিপসি নিজপোষ্য দ্বিজমিতঃ, সমস্তং মে নাগো গ্রসতি সবিরাগো হরি হরি ॥ ৮॥

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রনৃপপারিসদঃ সুকর্ম্মা, নাগাষ্টকং ভণতি ভারতচন্দ্র শর্ম্মা। এভির্জনো ভবতি যো মণিমন্ত্রবর্ম্মা, তত্তারয়েৎ সপদি নাগভয়াৎ সুধর্ম্মা ॥

আহা! আহা!—কি সুমধুর!—কি আশ্চর্য্য!—কি চমৎকার কৌশলে, কি সুললিত সুধাময় শব্দে এই পত্র এবং নাগাষ্টক বিরচিত হইয়াছে! ঐ কবিতার প্রসাদ গুণ, ছন্দের পারিপাট্য, বাক্যের মাধুর্য্য এবং ভাব ও রসের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিতে আমরা সংপূর্ণরূপেই অক্ষম হইলাম। জগদীশ্বর প্রসন্ন হইয়া যাঁহারদিগ্যে কবিত্ব, পাণ্ডিত্য এবং সর্ব্ব বিষয়ের ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন,তাঁহারাই ইহার স্বরূপ গুণ গ্রহণ করিয়া পরিতোষিত হইবেন। আমরা এই মাত্র বলিতে পারি, এই বঙ্গদেশে বাঙ্গালি শ্রেণীতে বাঙ্গালা ভাষার কবিতা-রচকের মধ্যে তাঁহার ন্যায় উচ্চ ব্যক্তি প্রায় কেহই জন্ম গ্রহণ করেন নাই। অপিচ তিনি যে সকল সংস্কৃত কবিতা রচনা করিয়াছেন, তাহাও অতি উত্তম, বিশেষ ব্যাখ্যার যোগ্য বটে, তদ্ভিন্ন তেঁহ পারস্য ভাষায় কবিতা প্রস্তুত করিতে পারিতেন, "ব্রজবুলী„ হিন্দি ও যাবনিক শব্দে ভিন্ন ভিন্নরূপে এবং সংস্কৃত, ব্রজবুলী, হিন্দি ও যাবনিক ইত্যাদি মিশ্রিত শব্দে যে সমস্ত কবিতা রচিয়াছেন, তাহাও অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে।—একাধারে এত অধিক গুণ প্রায় দৃষ্ট হয় না, অতএব ইনি সর্ব্ব প্রকারে সর্ব্ব লোকের নিকট যশের ব্যাপারে অগ্রগণ্য হইবেন, তাহাতে কোন সংশয় নাই।

এই মহোদয় যদ্যপিও অদ্যাপি এই পৃথ্বী সমাজে

কীর্ত্তিরূপে বিরাজ করিতেছেন। কবিতার প্রতি যখন কটাক্ষ করিতেছি, তখনি তাঁহাকে দেখিতেছি। অন্নদামঙ্গল, বিদ্যাসুন্দর, মানসিংহের পালা, ভবানন্দ মজুমদারের উপাখ্যান, সত্যনারায়ণের ব্রত কথা, নাগাষ্টক, চণ্ডীনাটকের কিয়দংশ, এবং আর আর কবিতা সকল তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হইয়াছে। তথাপি এই মহাপুরুষের জীবিতাবস্থায় যদিস্যাৎ আমরা মানবরূপে মহীমণ্ডলে প্রসূত হইতে পারিতাম, তবে কি এক অদ্বিতীয় উল্লাসের বিষয় হইত? কাব্য-তরুর আশ্রিত হইয়া ছায়ায় বিশ্রাম করিতাম—শাখায় দুলিতাম—ফুলের সৌরভে আমোদিত হইতাম—এবং ফলের আস্বাদনে প্রচুর পরিতোষ প্রাপ্ত হইতাম—আপনি ধন্য হইতাম—ইন্দ্রিয়গণকে চরিতার্থ করিতাম—এবং জন্ম সফল করিতাম।

আহা! কি সুখের সময় সকল গত হইয়াছে!—অধুনা সেই রাজা কৃষ্ণচন্দ্র নাই, সেই সমুদয় উৎসাহদাতা ভাগ্যধর পুরুষ নাই, সেই ভারতচন্দ্র নাই, সেই রামপ্রসাদ সেন নাই, আর সেই কিছুই নাই। এই কাল মিথ্যা কাল। এইক্ষণে যাঁহারা কবি আছেন, কেহই তাঁহারদের সাহস দেন না, আদর করেন না, সুতরাং হৃদয়পদ্ম প্রফুল্লকর-রবি বিরহে আধুনিক কবি সকল মনের দুঃখে কেবল মলিন হইতেছেন।

কাব্যকর্ত্তা কবিকেশরী ভারতচন্দ্র এইরূপ আমোদ আহ্লাদ, হাস্য কৌতুকে কয়েক বৎসর কাল হরণ করত ১৬৮২ শকে ৪৮ বৎসর বয়সে বহুমূত্র-রোগে মানবলীলা

সম্বরণ পূর্ব্বক যোগ্যধামে যাত্রা করিলেন। প্রদীপ্ত প্রদীপ এককালেই নির্ব্বাণ হইল।—সকলে হাহাকার করিতে লাগিলেন।

কেহ কেহ কহেন, তাঁহার প্রথম রোগের সূত্র বহুমূত্র, কিন্তু তৎপরে ভস্মক রোগ জন্মিয়াছিল।

ইনি ১৬৩৪ শকে, বাঙ্গালা ১১১৯ সালে মর্ত্যলোকে জন্ম গ্রহণ করিয়া ১৬৮২ শকে বাঙ্গালা ১১৬৭ সালে ইহ-লোক হইতে অবসৃত হয়েন। বর্ত্তমান ১২৬২ সাল পর্য্যন্ত তাঁহার জন্মের বৎসর গণনা করিলে ১৪৩ বৎসর, এবং মৃত্যুর বৎসর গণনা করিলে ৯৫ বৎসর হইবেক। আহা! কি পরিতাপ! এমত গুণশালী মহাত্মা মহোদয় ৪৮ বৎস-রের অধিক কাল এই বিশ্ববাসে বিরাজ করিতে পারেন নাই। এই ৪৮ বৎসরের মধ্যে বিংশতি বৎসর বাল্যলীলা এবং বিদ্যাভ্যাসে গত হয়, তাহার পর দুই তিন বৎসর বর্দ্ধমানে বিষয়কর্ম্ম ও কারাভোগ করিয়া অনুমান ১৫।১৬ বৎসর উদাসীনের বেশে লীলাচলে দেব দর্শন ও শাস্ত্রা-লোচনায় গত হইল,—তৎপরে এক বৎসর কাল শালী-পত্তি ভ্রাতার বাটীতে ও শ্বশুরালয়ে এবং ফরাসডাঙ্গায় ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরির নিকটে ক্ষয় করত ৪০ বৎসর বয়সের সময়ে নবদ্বীপেশ্বরের অধীন হইলেন, এবং সেই বর্ষেই "অন্নদামঙ্গল,, এবং "বিদ্যাসুন্দর,, রচনা করিলেন। উক্ত সংযুক্ত গ্রন্থের বয়স ১০৩ বৎসর হইল, কারণ তিনি ১৬৭৪ শকে, বাঙ্গালা ১১৫৯ সালে রচনা করেন, অন্নদা-মঙ্গলে তাহার বিশেষ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

যথা।

"বেদ লয়ে ঋষি রসে, ব্রহ্ম নিরূপিলা।
সেই শকে এই গীত, ভারত রচিলা।"

এই প্রধান গ্রন্থের পরেই "রসমঞ্জরী" রচনা করেন, তাহাতেও অত্যাশ্চর্য্য কবিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে, ইনি আর কিছুকাল জীবিত থাকিলে কি সুখের ব্যাপার হইত! তাঁহার মানস-সমুদ্রে প্রতিনিয়ত যে সকল ভাবের তরঙ্গ প্রবাহিত হইত, তিনি সাধারণকে তাহার লহরী-লীলা দেখাইতে পারেন নাই, বহু দুঃখ ও বহু কষ্ট ভোগ করিয়া সর্ব্বশেষে-সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহতাশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, মনোনীত স্থানে বাটী প্রস্তুত করিয়াছিলেন, রাজ কৃপায় তিনি মাসিক বৃত্তি ও ভূমি সম্পত্তি লাভ করিয়াছিলেন, নিশ্চিন্ত হইয়া ক্রমে ক্রমে গ্রন্থ দ্বারা আপনার বিচিত্র ক্ষমতা এবং অদ্ভুত ভাব ঘটিত কবিতাশক্তি প্রকটন করিবেন, এমত সময়েই বিষমতর বিড়ম্বনা হইল। আহা! দুঃখের কথা লিখিতে হইলে চক্ষের জলে ভাসিতে হয়। জগদীশ্বর কবিদিগ্যে অরোগি ও দীর্ঘজীবি করেন না! আয়ুর কথা উল্লেখ করাই বৃথা, যাঁহারা কবি, তাঁহারা যতদিন জীবিত থাকেন, ততদিন সুস্থ থাকিতে পারিলেও সুখের পরিসীমা থাকে না। এ জগতে সুস্থতার অপেক্ষা মহামঙ্গলময় ব্যাপার আর কিছুই নাই। সুখ বল, সন্তোষ বল, আনন্দ বল, বিদ্যা বল, বুদ্ধি বল, শক্তি বল, উৎসাহ বল, অনুরাগ বল, চেষ্টা বল, যত্ন বল, ভজনা বল, সাধনা বল, যে কিছু বল, এই সুস্থতাই

সেই সকল বিষয়ের মূল-ভাণ্ডার হইয়াছে। দেহ রোগা-ক্রান্ত হইলে ইহার কিছুই হয় না, কিছুই হয় না, মনের মধ্যে কিছু ভাল লাগে না। কিছুতেই প্রবৃত্তি জন্মে না, কিছুতেই সুখের উদয় হয় না, বল, বিক্রম, বিদ্যা, বুদ্ধি, বিষয়, বিভব, সকলি মিথ্যা হয়, পরমেশ্বরের প্রতি যথার্থ রূপ ভক্তির স্থিরতা পর্য্যন্ত হইতে পারে না।—হে রোগ! কবি-কদম্বের কোমল কলেবর ভোগ করিয়া পবিত্র মনে বেদনা দিতে তোমার মনে কি কিঞ্চিন্মাত্র দয়ার উদ্রেক্ হয় না?—হে কৃতান্ত! তুমি নিষ্ঠুরাচরণে নিতান্তই কি ক্ষান্ত হইবে না? কবিকে অকালে দন্তশ্রেণীর অন্তর্গত করণের নিমিত্তই কি বিশ্বকান্ত অনন্তদেব তোমাকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন?

মরণের কিছুদিন পূর্ব্বে ভারতচন্দ্র সংস্কৃত নাটকের পদ্ধতিক্রমে মহিষাসুরের যুদ্ধ বর্ণনা ছলে সংস্কৃত ও হিন্দি মিশ্রিত বঙ্গভাষায় "চণ্ডী নাটক" নামে এক গ্রন্থ রচনা আরম্ভ করেন, তাহার ভুমিকা ও যুদ্ধের আড়ম্বর মাত্র প্ররচনা করিয়াই মৃত্যুর গ্রাসে পতিত হইলেন। আমরা অনেক যত্ন, অনেক পরিশ্রম এবং অনেক উপাসনা করত সেই কয়েক পাত পুঁতি সংগ্রহ পুর্ব্বক মহানন্দে নিম্নভাগে প্রকটন করিলাম, কবিতা কুসুমের মধুপ স্বরূপ পাঠকবৃন্দ মকরন্দপানে আনন্দ করিতে থাকুন।

যথা।

চণ্ডী নাটক।

সূত্রধার এবং নটীর রাজসভায় প্রবেশ।

নটীর প্রতি।

সূত্রধারের উক্তি।

সংগায়ন্ যদশেষ কৌতুককথাঃ পঞ্চাননঃ পঞ্চভির্বক্ত্রৈর্বাদ্য
বিশালকৈ র্ডমরুকোত্থানৈশ্চ সংনৃত্যতি। যাতস্মিন্ দশবাহুভি
র্দশভুজা তালং বিধাতুং গতা সাদুর্গা দশদিক্ষু বঃ কলয়তু-
শ্রেয়াংসি নঃ শ্রেয়সে ॥ ১॥

নটীর উক্তি।

শুন শুন ঠাকুর, নৃত্য বিশারদ চতুর সভাসদ সারি।
নূতন নাটক, নূতন কবি কৃত, হাঁম্ তোঁহি, নূতন নারী॥
ক্যায়্সে বাতায়ব, ভাব ভবানীকো, ভীতি তৈঁ মুঝে ভারি।
দানব দলনে, ধরণীমণ্ডলে, তারিণী লে অবতারী॥
গুরু সম ধীর, বীর সম শুনহ, সম সগুণ মুরারি॥
কৃষ্ণচন্দ্র নৃপ, রাজ শিরোমণি, ভারতচন্দ্র বিচারি॥

সূত্রধারের উক্তি।

রাজ্ঞোঽস্য প্রপিতামহো নরপতী রুদ্রোঽভবদ্রাঘব।
স্তৎপুত্রঃ কিল রামজীবন ইতি খ্যাতঃ ক্ষিতীশোমহান্॥
তৎপুত্রো রঘুরামরায় নৃপতিঃ শাণ্ডিল্য গোত্রাগ্রণী।
স্তৎপুত্রোয় মশেষ ধীরতিলকঃ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রোনৃপঃ॥

ভূপস্যাস্য সভাসদো বিমলধীঃ শ্রীভারতো ব্রাহ্মণঃ।
ভূরি শ্রেষ্ঠপুরে পুরন্দর সমো যত্তাত আসীন্নৃপঃ॥
রাজ্যাদ্ভ্রষ্ট ইহাগতস্য নৃপতেঃ পার্শ্বে বভূবাশ্রিতঃ।
মূলাযোড়পুরং দদৌ স নৃপতির্বাসায় গঙ্গাতটে॥
তস্মৈ ভারতচন্দ্র রায় কবয়ে কাব্যাম্বু রাশীন্দবে।
ভাষা শ্লোক কবিত্ব গীত মিলিতং যত্নেন সদ্বর্ণিতং॥

চণ্ডী এবং মহিষাসুরের আগমন।

খট্ মট্ খট্ মট্ খুরোত্থ ধ্বনিকৃত জগতী কর্ণপূরাবরোধঃ।
ফোঁ ফোঁ ফোঁ ফেঁতি নাশা নিলচলদচলাত্যন্ত বিভ্রান্ত লোকঃ॥
সপ্ সপ্ সপ্ পুচ্ছ ঘাতোচ্ছলদুদধি জলপ্লাবিত স্বর্গ মর্ত্যে।
ঘর্ ঘর্ ঘর্ ঘোর নাদৈঃ প্রবিশতি মহিষঃ কামরূপো বিরূপঃ।১
ধো ধো ধো ধো নাগারা গড়গড় গড়গড় চৌঘড়ী ঘোরঘর্ষৈ—
ভোঁ ভোঁ ভোরঙ্গ শব্দৈ র্ঘন ঘন ঘন বাজেচ মন্দীর নাদৈঃ।
ভেরী তূরী দামামা দগড় দড়মসা শব্দনিস্তব্ধ দেবৈঃ।
দৈত্যোঽসৌ ঘোরদৈত্যৈঃ প্রবিশতি মহিষঃ সার্ব্বভৌমোবভূব॥ ১

মহিষাসুরের উক্তি।

ভাগেগা দেবদেবী, পাখড় পাখড়, ইন্দ্রকো বাঁধ আগে।
নৈঋতকো, রীত দেনা, যমঘর যমকো, আগকো আগলাগে॥
বায়োঁকো রোধ করকে, করত বরণকো যব তু সোঁ আব মাগে।
ব্রহ্মা সোঁ, বাসুকি সোঁ, কভি নহি ঝগড়োঃ জোঁউ কুবেরা নভাগে॥

প্রজার প্রতি মহিষাসুরের উক্তি।

শোন্‌রে গোঁয়ার্ লোগ্, ছোড়্ দে উপাস্ রোগ্,
মান হুঁ আনন্দ ভোগ্, ভৈঁষরাজ্ যোগ্‌মে।

আগ্‌মে লাগাও ধীউ কাহে কো জ্বলাও জীউ,
এক রোজ প্যার পিউ, ভোগ্‌ এহি লোগ্‌মে ॥
আপ্‌ কো লাগাও ভোগ, কাম্‌কো জাগাও যোগ,
ছোড়্‌ দেও যোগ ভোগ, মোক্ষ এহি লোগ্‌মে।
ক্যা এগান্‌, ক্যা বেগান্‌, অর্থ নার আব জান্‌,
এহি ধ্যান, এহি জ্ঞান, আর সর্ব্ব রোগ্‌মে ॥

এই বাক্যে ভগবতীর ক্রোধ।

প্রথমে হাস্য করিলেন।

কমঠ করটট, ফণি ফণা ফলটট, দিগ্‌গজ উলটট,
ঝপ্‌ টট ভ্যায়্‌রে।
বসুমতী কম্পত, গিরিগণ নম্রত, জলনিধি ঝম্পত,
বাড়বময়রে ॥
ত্রিভুবন ঘুঁটত, রবি রথ টুটত, ঘন ঘন ছুটত,
যেঁও পরলয়রে।
বিজলী চট চট, ঘর ঘর ঘট ঘট, অট্ট অট অট অট্‌,
আ, ক্যায়া হ্যায়্‌রে ॥

এই পর্য্যন্ত লিখিয়াই প্রচুর পীড়ায় অশক্ত হইলেন, অচিরাৎ লিখিয়া শেষ করিবেন মানস করিয়াছিলেন, তাহা না করিয়া জীবনযাত্রাই শেষ করিয়া বসিলেন, এই নাটকখানি সংপূর্ণ হইলে কি এক অদ্বিতীয় কীর্ত্তি হইত তাহা অনির্ব্বচনীয়। ইহা সম্পন্ন করণে অসমর্থ হওয়াতে তিনি যদ্রূপ দুঃখ পাইয়াছিলেন, অধুনা আমরা তাহার অপেক্ষা সহস্র গুণ দুঃখ ভোগ করিতেছি।

ভারতচন্দ্র রায়ের তিন পুত্র, জ্যেষ্ঠ পরীক্ষিত রায়,

মধ্যম রামতনু রায় এবং কনিষ্ঠ ভগবান রায়, এইক্ষণে জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠের বংশ নাই, মধ্যম রামতনু রায়ের পুত্র পূজ্যবর শ্রীযুত তারকনাথ রায় মহাশয় মূলাযোড়ে বাস করিতেছেন, ইনি অতি বিজ্ঞ, ধার্ম্মিক, সদ্বিদ্বান্, এবং সুরসিক, অতিশয় প্রাচীন হইয়াছেন, উত্থানশক্তি নাই বলিলেই হয়, বয়স প্রায় ৮১ বৎসর গত হইয়াছে। এই মহাশয়ের অপার কৃপায় তাঁহার পিতামহ রায় গুণাকরের "জীবন-বৃত্তান্ত" এবং এই সকল অপ্রকাশিত কবিতার অধিকাংশই প্রাপ্ত হইয়াছি, তিনি এতদ্রূপ অনুগ্রহ প্রকাশ না করিলে এতৎ প্রাপণের কোন সম্ভাবনাই ছিল না, অতএব এজন্য যাবজ্জীবন তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতাঋণে বদ্ধ রহিব, উক্ত তারকনাথ রায় মহাশয়ের একমাত্র পুত্র, বাবু অমরনাথ রায়, তিনি কলিকাতা নগরে থাকিয়া বিষয় কর্ম্ম করেন, ইঁহার দুইটি সন্তান জন্মিয়াছে, তাহারা উভয়েই অতি শিশু, অধুনা কবিবর ভারতের একটি পৌত্র, একটি প্রপৌত্র, এবং দুইটি বৃদ্ধ প্রপৌত্র মাত্র আছেন, যদিও তাঁহারদিগের অবস্থা তাদৃশ উন্নত নহে, কিন্তু পরমেশ্বরের ইচ্ছায় অন্ন বস্ত্রের বিশেষ ক্লেশ নাই।

অন্নদামঙ্গল ও বিদ্যাসুন্দরের যে যে স্থানে ভারতচন্দ্র কবিতায় প্রকৃষ্টরূপ পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন, যাহার ভাবার্থ সাধারণে সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না, এবং যাহার মর্ম্ম ব্যক্ত করিতে কোন কোন পণ্ডিতের দেহ হইতে ঘর্ম্ম নির্গত হয়, আমরা যথা

যোগ্য পরিশ্রম পূর্ব্বক যথা সাধ্যক্রমে মর্ম্মার্থ ব্যাখ্যা পূর্ব্বক টীকা ও প্রমাণ সহিত সেই সকল কবিতা নিম্ন-ভাগে উদ্ধৃত করিলাম, বোধ করি এতদ্দৃষ্টে অনেকের অন্তঃকরণে সন্তোষের সঞ্চার হইতে পারিবেক, "রস-মঞ্জরী" "রসমঞ্জরী" নামক প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ মাত্র, সুতরাং তাহার টীকাকরণের প্রয়োজন করে না, ভুমিকা দেখিলেই বিশেষ জানিতে পারিবেন, ফলে এই অনুবাদে অতিশয় পাণ্ডিত্য প্রকাশ পাই-য়াছে।

অন্নদামঙ্গল। দক্ষযজ্ঞ।

দক্ষ কর্ত্তৃক শিবনিন্দা।

সভাজন শুন, জামাতার গুণ, বয়েসে বাপেরো বড়।
কোন গুণ নাই, যথা তথা ঠাঁই, সিদ্ধিতে নিপুণ দড়।
মান অপমান, সুস্থান কুস্থান, অজ্ঞান জ্ঞান সমান॥
নাহি জানে ধর্ম্ম, নাহি মানে কর্ম্ম, চন্দনে ভস্ম জ্ঞেয়ান॥
যবনে ব্রাহ্মণে, কুক্কুরে আপনে, শ্মশানে স্বর্গেতে সম।
গরল খাইল, তবু না মরিল, ভাঙ্গড়েরে নাহি যম॥
সুখে দুঃখ জানে, দুঃখে সুখ মানে, পরলোকে নাহি ভয়।
কি জাতি কে জানে, কারে নাহি মানে, সদা কদাচারময়॥
কহিতে ব্রাহ্মণ, কি আছে লক্ষণ, বেদাচার বহিষ্কৃত।
ক্ষত্রিয় কখন, না হয় ঘটন, জটা ভস্ম আদি ধৃত॥
যদি বৈশ্য হয়, চাসি কেন নয়, নাহি কোন ব্যবসায়।

শূদ্র বলে কেবা, দ্বিজে দেয় সেবা, সর্পের পৈতা গলায় ॥
গৃহী বলা দায়, ভিক্ষা মেগে খায়, না করে অতিথি সেবা
সতী ঝি আমার, গৃহিণী তাহার, সন্ন্যাসী বলিবে কেবা ॥॥
বনস্থ বলিতে, নাহি লয় চিতে, কৈলাস নামেতে ঘর।
ডাকিনী বিহারী, নহে ব্রহ্মচারী, ইকি মহা-পাপ হয় ॥

[ইহার টীকা।]

দক্ষপ্রজাপতি শিবনিন্দা করিতেছেন, এস্থলে গ্রন্থকর্ত্তা মহাকবি ভারতচন্দ্র রায়ের বর্ণনার পারিপাট্য এমন, যে, এই সকল নিন্দাগর্ভ বাক্যকেও স্তুতিপক্ষে ব্যাখ্যা করা যায়। যথা—"বয়সে বাপের বড়" নিন্দাপক্ষে—আমার পিতা যে ব্রহ্মা, তাহা হইতেও বৃদ্ধ, অর্থাৎ যাহা হইতে আর বৃদ্ধ নাই, অতিশয় বৃদ্ধতম। স্তুতিপক্ষে—ব্রহ্মা হইতেও বয়োধিক, অর্থাৎ তাঁহারো পূর্ব্ববর্ত্তী, ইহাতে ছলে পরমেশ্বর বলা হইল।

"কোন গুণ নাই" নি*—মূর্খঃ। স্তু†—নিগুর্ণব্রহ্ম।

"যথা তথা ঠাঁই" নি—সর্ব্বদ্বারি ভিক্ষুক। স্তু—সর্ব্বব্যাপক।

"সিদ্ধি" নি—ভাঙ। স্তু—যোগসিদ্ধি।

"মান অপমান ইত্যাদি" নি—নির্ব্বোধ। স্তু—নির্ব্বিকার ও ভেদ রহিত।

"নাহি জানে ধর্ম্ম" নি—অজ্ঞ। স্তু—যিনি পরব্রহ্ম, তাঁহার ধর্ম্ম জানিবার প্রয়োজন কি? জীবের ন্যায় তাঁহারতো যাজন করিতে হইবে না, এই হেতু ধর্ম্ম না জানার ন্যায় ব্যবহার করেন।

---

* নি—নিন্দা। † স্তু—স্তুতি।

"নাহি মানে কর্ম্ম" নি—নাস্তিক। স্তু—ব্রহ্মকে কর্ম্ম স্পর্শ করে না, অতএব তাঁহার স্ববিষয়ে তাহা মানিবার প্রয়োজন নাই, এই হেতু শাস্ত্রে কহে যে পরমেশ্বর কর্ম্মের বক্তা, কিন্তু আচরণ কর্ত্তা নন।

"চন্দনে ভস্ম জ্ঞেয়ান ইত্যাদি" নি—হেয় উপাদেয় বোধ রহিত। স্তু—স্বজাতীয় বিজাতীয় ভেদরহিত, সর্ব্বত্র সমভাব ব্রহ্ম।

"গরল খাইল ইত্যাদি" নি—দুরাচার ব্যক্তির কোন প্রকারেই মৃত্যু হয় না ও যমও নাই, এইরূপ আক্ষেপ বাক্য। স্তু—ফলতঃ মৃত্যুঞ্জয় বলা হইল, যম নাই, কি না যম তাঁহার সংহারক নহেন।

"সুখে দুঃখ ইত্যাদি" নি—জড়স্বভাব। স্তু—গুণাতীত, অতএব সুখ দুঃখ সমজ্ঞান।

"পরলোকে নাহি ভয়" নি—নিরঙ্কুশ, অর্থাৎ বেদনিষিদ্ধ কার্য্যের আচরণ কর্ত্তা। স্তু—নিত্য মুক্তস্বভাব, নিজ-ব্রহ্মানন্দে পরিপূর্ণ, অতএব ইহার পরলোকে নরকপাতকাদি জন্য যে ভয় তাহা নাই, এই হেতু নিষিদ্ধাচরণেও দোষ নাই।

"কি জাতি কে জানে" নি—জাতির স্থির নাই। স্তু—যিনি সর্ব্বশরীরে জীব ও অন্তর্যামিরূপে বর্ত্তমান, তিনি যে কোন্ জাতি তাহা নিশ্চয় করিয়া কে কহিতে পারে ?

"কারে নাহি মানে" নি—উৎশৃঙ্খল। স্তু—তাঁহা হইতে অন্য মান্যব্যক্তি কেহ নাই, অতএব তিনি কাহাকে মানিবেন ? অথবা কাহারে না মানে, অর্থাৎ সকলকেই মানেন, হীনব্যক্তি দেখিলেও তাহাকে হেয়বুদ্ধি করেন না,।

"সদাকদাচারময়" নি—সর্ব্বদা কুৎসিত আচার যে শ্মশান বাস ও ভূত প্রেমথগণে আবৃত, চিতাভস্ম লেপন, ইহাতে যুক্ত। স্তু—সদাকদাচার যে ভূত প্রমথগণ তাহাদের সহিত সমভাব

প্রাপ্ত, ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যে সকল বস্তু সকলের হেয় শ্রীমহাদেব তাহাই গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা না করিলে সে সকল ভূত পিশাচাদির সঙ্গতি কি প্রকারে হইবে? ইহাতে কেবল অতিশয় দয়ালুতা প্রকাশ পাইয়াছে।

"কহিতে ব্রাহ্মণ ইত্যাদি" নি—যথাশ্রুতার্থই প্রকাশ আছে। স্তু—বর্ণাতীত ও আশ্রমাতীত পরমেশ্বর বলা হইল।

"মহাপাপ হর" নি—হর মহাপাপ। স্তু—মহাপাপ-হরণ-কর্ত্তা।

বিদ্যাসুন্দর।

সুন্দরের প্রতি বিদ্যার উক্তি।

বিদ্যাবলে প্রাণনাথ, বুঝিনু আভাস।
মালিনীর বাড়ী বুঝি, দিনে হয় রাস॥
অনুকুল পতি যদি, হয় প্রতিকূল।
ধৃষ্ট, শঠ দক্ষিণ, তাহার সমতুল॥

[ইহার টীকা]

পূর্ব্বে সুন্দর কর্ত্তৃক দিবা বিহারে অপমানিতা বিদ্যা তাহার প্রতিফল দিবার আশায়, সুড়ঙ্গপথ দিয়া গমন করিয়া নিদ্রিত সুন্দরের কপালে সিন্দূর, চন্দন ও চক্ষুতে পানের পিক প্রদান করিয়া আপন গৃহে আসিয়া দর্পণে মুখ দর্শন করিতেছেন, এখানে সুন্দর স্ত্রী-স্পর্শে উন্মনা হইয়া বিদ্যার নিকটে আগমন করিবাতে বিদ্যা অগ্রে অনেক তিরস্কার করিয়া কহিতেছেন। "মালিনীর বাড়ী ইত্যাদি" এখানে ব্যঙ্গার্থ এই যে, হে প্রাণ-নাথ! তোমার এই রাসলীলা শ্রীকৃষ্ণের প্রসিদ্ধ রাসলীলা হই-

তেও আশ্চর্য্য, কেননা দেখ শ্রীকৃষ্ণ লোকলজ্জা ভয়ে গভীর রাত্রিকালে নিবিড় বন মধ্যে গোপীগণের সহিত রাসক্রীড়া করিয়াছিলেন, তুমি কোলাহলময় নিয়ত জনপূরিত মালিনী-মন্দিরে দিবসে বহু নায়িকার সহিত রাস করিয়া থাক, অতএব সাবাস সাবাস, তোমার লম্পটতা ভাবে আমি বলিহারি যাই।

"অনুকূল ইত্যাদি" প্রথমতঃ পতি সর্ব্বদা অনুকূল থাকিয়া পশ্চাৎ যদি প্রতিকূল হয়েন তবে তাহাকে ধৃষ্ট শঠ ও দক্ষিণ, এই ত্রিবিধ নিকৃষ্ট নায়কের সহিত তুল্যরূপে নির্দ্দেশ করা যায়।

ধৃষ্ট। যথা।

কৃতাগা অপি নিঃশঙ্ক স্তর্জ্জিতোঽপি ন লজ্জিতঃ।
দৃষ্টদোষেঽপি মিথ্যাবাক্ কথিতো ধৃষ্ট নায়কঃ॥

অর্থাৎ অপরাধী হইয়াও শঙ্কারহিত, তিরস্কৃত হইলেও লজ্জা-হীন, এবং দোষ দর্শন করাইলেও মিথ্যা কথন, অর্থাৎ যে বলে এ কার্য্য আমি করি নাই, তাহারি নাম ধৃষ্ট নায়ক। এস্থলে অন্য নারী সম্ভোগ জন্য অপরাধী হইয়াছ, তথাপি কিঞ্চিৎ শঙ্কা দেখিতে পাই না, এই কারণে তুমি ধৃষ্ট-লক্ষণাক্রান্ত হইলে ইতি ব্যঙ্গোক্তি।

শঠ। যথা।

একস্যামপি নায়িকায়াং বদ্ধভাবোঽপ্যন্যস্যাং গূঢ়ং বিপ্রিয় মাচরতি স শঠঃ।

অর্থাৎ এক নারীতে যাহার অতিশয় বদ্ধপ্রেম, আর অন্য নারীতে গোপনে প্রতিকূলাচরণ, তাহার নাম শঠ নায়ক। এস্থলে তোমার এপ্রকার শাঠ্যব্যবহার দ্বারাই জানাগিয়াছে তুমি শঠ।

দক্ষিণ। যথা।

বহূনাং নায়িকানাস্তু নায়কো দক্ষিণো মতঃ।

অর্থাৎ বহু নায়িকার একজন যে নায়ক তাহার নাম দক্ষিণ। এ নায়কের এক স্থানে প্রেমের স্থিরতা থাকে না, এই হেতু তুমিও প্রতিকূলনায়ক। মালিনীর বাটীতে রাসক্রীড়া করণ দ্বারাই তুমি যে দক্ষিণনায়ক হইয়াছ তাহার সন্দেহ নাই, যেহেতু বহু নায়িকা ব্যতিরেকে কদাচ রাসক্রীড়া সম্পন্ন হয় না।

বিদ্যার প্রতি সুন্দরের উক্তি।

আপন চিহ্নেতে কেন, হইলা খণ্ডিতা।
লাভে হৈতে হৈলা দেখি, কলহান্তরিতা॥ ১।
ভেবে দেখ নিত্য নিত্য, বাসসজ্জা হও।
উৎকণ্ঠিতা, বিপ্রলব্ধা, একদিন নও॥ ২॥
কখনো না হইল, করিতে অভিসার।
স্বাধীন-ভর্ত্তৃকা কেবা, সমান তোমার॥ ৩॥
প্রোষিত-ভর্ত্তৃকা হোতে, বুঝি সাধ যায়।
নৈলে কেন বিনা দোষে, খেদাও আমায়॥ ৪॥

[ইহার টীকা।]

“ আপন চিহ্নেতে ইত্যাদি ”

পার্শ্বমেতি প্রিয়ো যস্যা অন্য সম্ভোগ চিহ্নিতঃ।
সা খণ্ডিতেতি কথিতা ধীরৈরীর্ষা কষায়িতা॥

অন্য নারীর সম্ভোগ চিহ্নযুক্ত হইয়া পতি নিকটে আগমন করিলে যে নারী তদ্দৃষ্টে ঈর্ষাবশতঃ ক্রোধযুক্ত হয় সেই নারীই খণ্ডিতা, পণ্ডিতেরা এইরূপ কহেন। এই লক্ষণে অন্য সম্ভোগ চিহ্নিত এই শব্দ ব্যক্ত আছে, তথাপি তুমি পণ্ডিতা হইয়া এবং তাহার লক্ষণ জানিয়াও আপনার দন্তচিহ্ন দর্শন করিয়া কেন খণ্ডিতা হইতেছ? তোমার এরূপ অনুচিত অবস্থা কেবল আমার দুরবস্থার কারণ গুরু দুর্ভাগ্য হেতু ঘটিয়াছে।

ইতি ধ্বনিঃ। কেবল আমার দুরবস্থার কারণ, তোমারো এরূপ হইবে, এ কথা কহিতেছেন।

"লাভে হৈতে ইত্যাদি"

বোধ হয় তোমাকে ইহার পর কলহান্তরিতা অবস্থার যে যাতনা তাহাও ভোগ করিতে হইবে।

তথাহি।

চাটুকারমপি প্রাণনাথং দোষাদপাস্য যা।
পশ্চাত্তাপ মবাপ্নোতি কলহান্তরিতাতু সা॥

ক্রোধ শান্তির কারণ যে পতি নানাবিধ প্রিয়, অথচ ছল বচন রচনা করিতেছেন, তাঁহাকে আরোপিত দোষ দ্বারা দূরীকরণ করিয়া পশ্চাৎ তাপযুক্তা অর্থাৎ কেন তাহাকে তিরস্কার করিলাম, কেনই বা স্থানান্তর গমন করিতে বলিলাম, যে নারী এই প্রকার আপনার দোষকীর্ত্তন পূর্ব্বক পশ্চাৎ তাপযুক্তা হয়, সেই নারীর নাম কলহান্তরিতা॥ ১॥

অপর প্রত্যহ তুমি বাসসজ্জা হইয়া থাক, কিন্তু তাহার পর আমার অনাগমন কারণ উৎকণ্ঠিতা ও বিপ্রলব্ধা এই দুই কষ্ট-

দায়িকা অবস্থা ভোগ তোমাকে করিতে হয় না, যেহেতু আমি তৎকালীন নিকটবর্ত্তী হই।

"বাসসজ্জা"

ভবেদ্বাসকসজ্জাসৌ সজ্জিতাঙ্গরতালয়া।
নিশ্চিত্যাগমনং ভর্ত্তু র্দ্বারেক্ষণ পরায়ণা॥

স্বামির আগমন নিশ্চয় করিয়া যে নারী আপনার অঙ্গ ও রতি-গৃহ সুসজ্জ করিয়া দ্বার অবলোকন করিয়া থাকে তাহার নাম বাসসজ্জা।

"উৎকণ্ঠিতা"

সাস্যাদুৎকণ্ঠিতা যস্যা বাসং নৈতি দ্রুতং প্রিয়ঃ।
তস্যানাগমনে হেতুং চিন্তয়ন্তী শুচাভৃশং॥

শীঘ্র যাহার বাসস্থানে স্বামী আগমন না করেন, ফলতঃ যে সময়ে প্রত্যহ আগমন হয়, তাহার অতিক্রম যদি হয়, পরে তা-হার আগমন কেন হইল না, ইহার কারণ চিন্তা করত যে নারী অতিশয় শোকযুক্তা হয় তাহার নাম উৎকণ্ঠিতা।

"বিপ্রলব্ধা"

যস্যা দূতীং স্বয়ং প্রেষ্য সময়ে নাগতঃ প্রিয়ঃ।
শোচন্তী তংবিনা দুঃস্থা বিপ্রলব্ধাতু সা স্মৃতা॥

দূতী প্রেরণ করিলেও সময়ে যদি প্রিয় আগমন না করেন, তবে বিরহেতে যে নারী শোক করত দুঃখযুক্তা হয় তাহার নাম বিপ্রলব্ধা॥ ২॥

অপরঞ্চ, তোমাকে কখনো অভিসার করিতে হয় নাই।

"অভিসারিকা"

কান্তার্থিনীতু যা যাতি সঙ্কেতং সাভিসারিকা।

কান্তার্থিনী হইয়া যে নারী গৃহ হইতে সঙ্কেত স্থানে গমন করে তাহার নাম অভিসারিকা, ঐ অভিসারিকার যে কার্য্য, অর্থাৎ বেশভূষা করিয়া গৃহ হইতে স্বামির নিকট গমন করা, তাহা তোমাকে কোন দিন করিতে হয় নাই, যেহেতু আমিই প্রত্যহ আগমন করি, অতএব তোমার তুল্যা স্বাধীনভর্ত্তৃকা নারী আর কে আছে?

"স্বাধীনভর্ত্তৃকা"

যস্যাঃ প্রেমগুণাকৃষ্টঃ প্রিয়ঃ পার্শ্বং নমুঞ্চতি।
বিচিত্র বিভ্রমাসক্তা সা স্যাৎ স্বাধীনভর্ত্তৃকা॥

যাহার প্রেমগুণেতে আকর্ষিত হইয়া স্বামী নিকট ত্যাগ করে না, এবং বিচিত্র শৃঙ্গার চেষ্টাতে আসক্তা যে নারী তাহার নাম স্বাধীনভর্ত্তৃকা॥ ৩॥

কিন্তু ইহাতে আমার এক বোধ হইতেছে যে এক রস সর্ব্বদা ভাল লাগে না, এই হেতু নিরবধি মধুররস পানানন্তর কাঞ্জিক রসাস্বাদনের ন্যায় প্রোষিতভর্ত্তৃকা রসাস্বাদন করিতে বুঝি অভিলাষ হইয়া থাকিবে, নতুবা বিনা দোষে আমাকে দূর করিবার আর কোন প্রয়োজন দেখি না। ইতি ভাবঃ।

"প্রোষিতভর্ত্তৃকা"

কুতশ্চিৎ কারণাদ্যস্যা বিদূরস্থো ভবেৎ পতিঃ।
তদসঙ্গম দুঃখার্ত্তা ভবেৎ প্রোষিতভর্ত্তৃকা॥

কোন কারণ বশতঃ যাহার স্বামী দূরদেশস্থ হয়, তাহার অসঙ্গম জন্য দুঃখেতে কাতরা যে নারী তাহার নাম প্রোষিতভর্ত্তৃকা।

রসমঞ্জরী গ্রন্থের ভূমিকা।

"রসমঞ্জরী গ্রন্থারম্ভ।

ত্রিপদী।

জয় জয় রাধা শ্যাম, নিত্য নব রসধাম, নিরুপম নায়িকা নায়ক।
সর্ব্ব সুলক্ষণধারী, সর্ব্ব রস বশকারী, সর্ব্ব প্রীতি প্রণয়কারক।।
বীণা বেণু যন্ত্র গানে, রাগ রাগিণীর তানে, বৃন্দাবনে নাটিকা নাটক।
গোপ গোপীগণ সঙ্গে, সদা রাস রসরঙ্গে, ভারতের ভক্তি প্রদায়ক।।
রাঢ়ীয় কেশরী গ্রামী, গোষ্ঠীপতি দ্বিজ স্বামী, তপস্বী শাণ্ডিল্য শুদ্ধাচার
রাজঋষি গুণযুত, রাজা রঘুরাম সুত, কলিকালে কৃষ্ণ অবতার।।
কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজ, সুরেন্দ্র ধরণী মাঝ, কৃষ্ণনগরেতে রাজধানী।
সিন্ধু অগ্নি রাহু মুখে, শশী ঝাঁপ দেয় দুখে, যার যশে হোয়ে অভিমানী
তার পরিজন নিজ, ফুলের মুখটি দ্বিজ, ভরদ্বাজ ভারত ব্রাহ্মণ।।
ভুরিশ্রেষ্ঠ রাজাবাসী, নানা কাব্য অভিলাষী, যে বংশে প্রতাপনারায়ণ
রাজবল্লভের কার্য্য, কীর্ত্তিচন্দ্র নিল রাজ্য, মহারাজা রাখিলা স্থাপিয়া
রসমঞ্জরীর রস, ভাষায় করিতে বশ, আজ্ঞা দিলা রসে মিশাইয়া।।
সেই আজ্ঞা অনুসরি, গ্রন্থারম্ভে ভয় করি, ছল ধরে পাছে খলজন।
রসিক পণ্ডিত যত, যদি দেখ দুষ্টমত, সারি দিবা এই নিবেদন।"

আমরা এইস্থলে ভারতচন্দ্রের গুণ বর্ণনা আর কত করিব? কোনমতেই লিখিয়া শেষ করিতে পারি না, যত লিখি ততই লেখনী নৃত্য করিতে থাকে, অদ্য যাহা প্রকাশ করিলাম, ইহা কেবল আদর্শ মাত্র। উক্ত গুণা-

করের প্রণীত সমুদয় কবিতার টীকা করিয়া একত্রে এক পুস্তকে প্রকাশ করণের মানস করিয়াছি, কিন্তু এতদ্দেশীয় কাব্যপ্রিয় মহাশয়েরা যদিস্যাৎ আমারদিগের পরিশ্রমের তুল্য মুল্য বিবেচনা করিয়া যথাযোগ্য আনুকূল্য করেন, তবেই আমরা শ্রম সাফল্য সাফল্য জ্ঞানে এই বৃহদ্ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইতে পারি, নচেৎ কোন মতেই সাহস ও উৎসাহ জন্মিতে পারে না। আমরা-নিশ্চিতরূপে নির্ণয় করিয়া দেখিলাম, যে ৪ চারি টাকা মূল্য নির্দ্দিষ্ট না করিলে শ্রমের সার্থকতা ও ব্যয়ের সাহায্য হওনের সম্ভাবনাভাব। অতএব এতদ্বিষয়ে সর্ব্ব সাধারণের অভিপ্রায় জানিতে পারিলে শীঘ্রই কর্ম্মারম্ভ করিতে পারি, এবং এই বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারিলে ভবিষ্যতে আর আর গুরুতর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করণে সাহসী হইতে পারিব।

এই মহাকবি ভারতচন্দ্র রায় বিরচিত অন্নদামঙ্গল গ্রন্থে যেরূপ ছন্দ প্রবন্ধের বাহুল্য দেখা যায়, অন্যান্য ভাষা রচিত পুস্তকে প্রায় তাদৃশ দৃষ্টিগোচর হয় নাই। তাহার মধ্যে ভাষানুযায়ি পয়ার, মালঝাঁপ, বক্র-পয়ার, লঘু তোটক, দীর্ঘত্রিপদী, লঘুত্রিপদী, ভঙ্গ চৌপদী, বক্র দীর্ঘ ও লঘুত্রিপদী অথবা পঞ্চপদী ও চৌপদী প্রভৃতি ছন্দে যাহা রচনা হইয়াছে তাহা অতিশয় মনোহারি, তাহাতে কোন দোষস্পর্শ হয় নাই।

সংস্কৃতানুযায়ি বর্ণবৃত্তি মধ্যে গণিত ভুজঙ্গপ্রয়াত, তূণক, তোটক, পঞ্চচামর এবং মাত্রাবৃত্তি মধ্যে গণিত

পজ্ঝটিকা ও চৌপাইয়া প্রভৃতি ছন্দের মধ্যে যাহাতে সংস্কৃত রচনা হইয়াছে তাহা অত্যুত্তম, কিন্তু ঐ ছন্দে যে ভাষা রচনা হইয়াছে তাহার স্থানে স্থানে গুরু লঘুর ব্যত্যয় দেখা যায়, ইহাতে আমরা গ্রন্থকর্ত্তার প্রতি তাদৃশ দোষোল্লেখ করিতে পারি না, কারণ যেপর্য্যন্ত সাধ্য তাহাতে তিঁনি যত্নের ঘাটি করেন নাই, তিনি কি করিবেন, সংস্কৃতচ্ছন্দে প্রায় ভাষা রচনা তাদৃশরূপ উত্তম হয় না, তথাপি ভারত অন্য অপেক্ষায় উৎকৃষ্ট করিয়াছেন, ইহা সহজেই স্বীকার করিতে হইবে।

এই পুস্তকে বর্ণে বর্ণে সমরূপ মিলনের যাদৃশ পারিপাট্য আছে পুস্তকান্তরে প্রায় তাদৃশ দৃশ্য হয় না, তবে বৃহদ্‌গ্রন্থ রচনা করিতে গেলেই দুই এক স্থানে তাহার যৎকিঞ্চিৎ ব্যভিচার ঘটেই ঘটে, ইহা দোষের মধ্যে গণিত নহে এবং গ্রন্থকর্ত্তার অভিপ্রায়ানভিজ্ঞ ইদানীন্তন ব্যক্তি কৃত গ্রন্থের স্থানে স্থানে যে পাঠের দোষ দেখা যাইতেছে তাহা দর্শন করিয়া গ্রন্থকর্ত্তার প্রতি দোষারোপ করা কেবল আপনার অনভিজ্ঞতা প্রকাশ করা সারমাত্র।

এই পুস্তকে তত্তৎ প্রসঙ্গানুসারে প্রায় নবরস বর্ণিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে শুদ্ধ শৃঙ্গার রসের প্রাবল্যরূপেই বর্ণনা হইয়াছে, এবং বীররসেরো কিঞ্চিৎ প্রাবল্যমাত্র। অপর করুণা, অদ্ভুত, হাস্য, ভয়ানক, বীভৎস, রৌদ্র ও শান্তি এই সপ্ত রসের স্থানে স্থানে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বর্ণনা হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহা প্রধানরূপে গণ্য হইতে

পারে না। এই স্থলে অন্য রসের কথাই নাই, সমস্ত গ্রন্থ-খানি অন্বেষণ করিয়া দুই এক স্থানে যৎকিঞ্চিৎ করুণা রস যাহা দৃষ্ট হয়, তাহাও শৃঙ্গার রসের প্রসঙ্গাধীনেই লিখিত হইয়াছে, শান্তিরস নাই বলিলেই হয়।

অপিচ নায়িকা বিশেষের অবস্থা বিশেষ, ও নায়ক প্রভেদ ও উদ্দীপন, আলম্বন, বিভাবন ও কোন কোন স্থানে ধ্বনি ও ব্যঙ্গ ইত্যাদিও সংক্ষেপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই সকল বিশেষ কারণ বশতঃ এই সকল বিষয়ে মহাকবি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর বিরচিত অন্নদামঙ্গল গ্রন্থ অন্যান্য ভাষা গ্রন্থ হইতে অনেকাংশে উৎকৃষ্ট অবশ্যই কহিতে হইবে।

এই মহাশয় অন্নদামঙ্গল রচনার পূর্ব্বে কিম্বা পরে যে সকল ভাষা কবিতা রচনা করিয়াছেন, অন্নদামঙ্গলের সহিত তাহার তুলনা কোন ক্রমেই হইতে পারে না, ইহাতে বিশিষ্টরূপেই প্রমাণ হইতেছে, যে, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সভার আশ্রয় লওয়াতেই নানা কারণে এই অন্নদামঙ্গল অনেক প্রকারে দোষ-শূন্য ও প্রকৃষ্ট হইয়াছে, পরন্তু পদ্যের দ্বারা ইঁহার পাণ্ডিত্য, বিদ্যা, পরিশ্রম, এবং যত্নের ব্যাপার যত প্রকাশ পাইয়াছে, দৈবশক্তির পরিচয় তত প্রকাশ পায় নাই, ফলতঃ যে পর্য্যন্ত ব্যক্ত হইয়াছে তাহাও সাধারণ নহে।

প্রস্তাব সাঙ্গ করণ সময়ে পুনর্ব্বার একবার লেখনী ধারণ করিতে হইল, কারণ ভারতচন্দ্র রায় "সত্যপীরের ব্রতকথা" যাহা চৌপদীছন্দে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার

ভণিতা স্থলে লিখিত আছে " সনে রুদ্র চৌগুণা " ইহার অর্থ দুই প্রকারে নির্দ্দেশ হইতেছে, আমরা বিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা কতিপয় প্রামাণ্য লোকের প্রমুখাৎ জ্ঞাত হইলাম, যৎকালে ঐ পুস্তক প্ররচিত হয় তৎকালে পুস্তক কারকের বয়ঃক্রম পঞ্চদশ বর্ষের অধিক হয় নাই, এজন্য তাঁহার জন্মের সাল ধরিয়া সনে রুদ্র চৌগুণার অর্থ প্রথমেই বাঙ্গালা " ১১৩৪ " সাল নিরূপণ করিয়াছি অর্থাৎ রুদ্র শব্দে ১১ একাদশ, এই একাদশ পূর্ব্বভাগে স্বতন্ত্র রাখিয়া তৎপরে " অঙ্কস্য বামাগতিঃ " ক্রমে চৌ, গুণার, অর্থ ৩৪ " নির্ণয় করিয়াছি। এরূপ না করিলে তিনি ৩৫ বৎসর বয়সের কালে গ্রন্থ রচিয়াছিলেন, তাহা কোনমতেই প্রামাণ্য হইতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ " সনে রুদ্র চৌগুণা " রুদ্র শব্দে একাদশ, সুতরাং শুভঙ্করের গণনাক্রমে এগারোকে চারিগুণ করিলে " চারি এগারং " ৪৪ " নিরূপিত হইতেছে, যুক্তি ও বিবেচনা মতে যদি ইহার অর্থ এরূপ অবধারিত হয়, তবে " ৪৪ " সনে ঐ পুস্তকের জন্ম হইয়াছে সহজেই স্বীকার করিতে হইবেক, কিন্তু " ১১৪৪ " কি " ১৬৪৪ " তাহার কিছুই নির্দ্দিষ্ট হইল না, যদি বাঙ্গালা সন ধরিয়া " ১১৪৪ " নির্ণয় করা যায়, তাহা হইলে তৎকালে গ্রন্থ কর্ত্তার বয়স ১৫ বৎসরের পরিবর্ত্তে ২৫ বৎসর নির্দ্দেশ করিতে হইবে, আর কহিতে হইবে, তিনি ঐ সময়েই পারস্য ভাষার অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইয়া ৩০ বৎসর বয়সে পাঠ সাঙ্গ করিয়া বাটী আগমন পূর্ব্বক

বর্দ্ধমানে গিয়া মোক্তারি পদে অভিষিক্ত হয়েন। অপিচ তথায় কিছু দিন বিষয় কর্ম্ম ও কারাভোগ করণান্তর ৭।৮ সাত, আট, বৎসর উদাসীনের বেশে শ্রীক্ষেত্রে বাস করিয়া প্রত্যাগমন পূর্ব্বক " ৪০ " বৎসর বয়সে ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরির কৃপায় কৃষ্ণনগরাধীপের আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এবং সেই বর্ষেই রাজাজ্ঞায় অন্নদামঙ্গল রচনা করেন। এমত কিম্বদন্তী, যে রাজা এবং রাজপণ্ডিতেরা এই রচনায় অনেক আনুকূল্য করিয়াছিলেন। ফলে ইহা সর্ব্বতোভাবেই বিশ্বাসের যোগ্য বটে। কারণ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় অন্নদামঙ্গলকে নির্দ্দোষ না করিয়া আর প্রকাশ করিতে দেন নাই।

অপিচ।—এই মহাব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়া যত দূর করিতে হয় আমরা সাধ্যমতে তাহার ত্রুটি করি নাই। যেপর্য্যন্ত সংগ্রহ করিয়া অদ্য প্রকটন করিলাম, ইহার অতীত যদি আর কোন বিষয় কাহারো নিকট থাকে তবে তিনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহা প্রেরণ করিলে পরম উপকার স্বীকার করিব।

যেমন সমুদ্র সম্বন্ধে গোষ্পদ, পর্ব্বত সম্বন্ধে রেণু, মহাকাশ সম্বন্ধে ঘটাকাশ, সূর্য্য সম্বন্ধে খদ্যোত, হস্তী সম্বন্ধে মশক।—এবং সিংহ সম্বন্ধে শৃগাল, সেইরূপ ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে আমি। অতএব এই মহাপুরুষের "জীবন চরিত" রচনা সূত্রে তাঁহার পাণ্ডিত্য, কবিত্ব, বিদ্যা ও গুণাকরের আর আর গুণের বিষয়ে আমি যে অভিপ্রায়

ব্যক্ত করিলাম, অনবধানতা, অজ্ঞানতা এবং ভ্রান্তি বশ-তঃ যদি তাহাতে কোনরূপ দোষ হইয়া থাকে তবে গুণা-কর পাঠক মহাশয়েরা এই দোষাকর প্রভাকর প্রকাশ-করের প্রতি ক্রোধাকর না হইয়া ক্ষমাকর ও কৃপাকর হইবেন।

পরন্তু যে যে স্থানে অশুদ্ধ অর্থাৎ শব্দ ও বর্ণের দোষ হইয়াছে, অনুকম্পা পূর্ব্বক তাহা মার্জ্জনা করিবেন।